এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ চন্দ্রনাথ রথ খুনে মমতা পুলিশের একটা অংশ জড়িত: অর্জুন সিং

অনুপ্রেরণা নয়, কাজই শেষ কথা, কর্মচারীদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর ৩

কলকাতা ১২ মে ২০২৬ ২৮ বৈশাখ ১৪৩৩ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.05.2026, Vol.19, Issue No. 329, 8 Pages, Price 3.00

সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সোমবার মন্দিরে কুম্ভাভিষেকরত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সোমনাথে কুম্ভাভিষেক মোদীর

আমদাবাদ, ১১ মে: ২০২৬ সাল ঐতিহাসিক সোমনাথ মন্দিরে প্রথম হামলার ১০০০ বছর। আবার এই বছরই সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের ৭৫ বছর পূর্তি। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সোমবার যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে সবচেয়ে আগে তাঁর মুখে শোনা গেল, 'হর হর মহাদেব।' তারপর তিনি দাবি করলেন, ১৯৫১ সালে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ কেবলই কোনও ধর্মীয় ঘটনা নয় নিছক। বরং তা ছিল ভারতের স্বাধীন আত্মার ঘোষণা।

উল্লেখ্য, ১০২৬ সালে প্রথমবার আক্রান্ত হয় সোমনাথ মন্দির। ১৯৫১ সালে সোমনাথ মন্দিরের আধুনিকীকরণ করা হয়। ২০০১ সালে সেই আধুনিকীকরণের ৫০ বছর পূর্তি হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবানি। আর চলতি ২০২৬ সালে ১৯৫১ সালের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের ৭৫ বছর পূর্ণ হল।

মোদী বলেন, 'ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করেছিল ঠিকই। ১৯৫১ সালে সোমনাথের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি স্বাধীন জাতির গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রকৃত চেতনার প্রতীক।' সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যেমন ৫০০টি প্রিন্সলি স্টেটকে একত্রিত করে আধুনিক ভারতের জন্ম দিয়েছিলেন, তেমনই সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণও ছিল গোটা বিশ্বের কাছে শক্তিশালী বার্তা। এটা বুঝিয়ে দেওয়া যে, কেবল রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীনতাই নয়, ভারত হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের পথেও এগতে শুরু করেছে।

এর আগে বছরের শুরুতেও সোমনাথ মন্দিরে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। 'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকেই অতীতের শাসকরা সোমনাথ মন্দিরের ইতিহাস মোছার ঘৃণ্য চেষ্টা করেছিলেন। মানুষকে শেখানো হয়েছিল যে সোমনাথ মন্দির কেবল লুটের জন্য ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু আসল ইতিহাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।'

প্রথম বৈঠকেই ছক্কা শুভেন্দুর মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সোমবারই নবান্নে এসে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক করলেন নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন গার্ড অফ অনার নিয়ে নবান্নে প্রবেশ করেই প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে ছয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত-সহ একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা। আগামী সোমবার নতুন সরকারের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে। ওই দিন ডিএ, সপ্তম পে কমিশন-সহ একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এছাড়াও ওই বৈঠকেই আরজি কর-সহ নারী নির্যাতন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার দুপুর ১২টায় নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছিলেন শুভেন্দু। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিসভার সদস্য দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু এবং নিশীথ প্রামাণিক। মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকেরাও ছিলেন ওই বৈঠকে। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু জানান, তাঁর মন্ত্রিসভা চলবে সুশাসন এবং সুরক্ষার পথে। একই সঙ্গে বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে 'ডবল ইঞ্জিন সরকার' যে পথে এগোচ্ছে, পশ্চিমবাংলাতেও সেই পথেই এগোবে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এই সরকার 'ফর দ্য পার্টি, বাই দ্য পার্টি, অফ দ্য পার্টি' ব্যবস্থা তুলে দিয়ে বাবাসাহেব আম্বেদকরের 'বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল' ভিত্তিতে চলবে।''

এ বারের ভোটের প্রচার পর্বে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে বার বার সরব হয়েছে বিজেপি। ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে, সেই আশ্বাসও দিয়েছিলেন বিজেপির নেতৃত্ব। এ বার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই বিএসএফ-কে জমি দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল শুভেন্দুর সরকার। সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফ-কে জমি দেওয়া হবে। শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে গিয়েছে। প্রথম দিনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং বিএসএফ-কে আমরা জমি হস্তান্তরে অনুমোদন দিলাম। ভূমি ও রাজস্ব সচিব এবং মুখ্যসচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হল।'

রাজ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আবেদনের বয়ঃসীমা পাঁচ বছর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০১৫ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গে কোনও নিয়োগ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতীর চাকরির আবেদনের জন্য বয়ঃসীমা পেরিয়ে গিয়েছে। সে কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান শুভেন্দু। পাশাপাশি, বিজেপি সরকার গঠন হতেই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে জুড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'মোদীজি বলেছিলেন, প্রথম ক্যাবিনেটে আমরা আয়ুষ্মান ভারতে যুক্ত হব। আমরা আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় যুক্ত হলাম। এই সংক্রান্ত এগ্রিমেন্ট এবং অন্য বিষয়গুলি স্বাস্থ্যসচিব, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের উপদেষ্টা এবং মুখ্যসচিব মিলিত ভাবে অতি দ্রুত সম্পন্ন করবেন।' পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, পিএমশ্রী, বিশ্বকর্মা, বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও, উজ্জ্বলা যোজনা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পেও রাজ্যকে সক্রিয় ভাবে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে। জেলাশাসকদের দ্রুত এই সংক্রান্ত আবেদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এত দিন পশ্চিমবঙ্গে সঠিক ভাবে কার্যকর হয়নি বলেও জানান শুভেন্দু। সেই বিএনএস-ও সোমবার থেকে এ রাজ্যে কার্যকর হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'অত্যন্ত অবৈধ ভাবে সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আগের সিআরপিসি, আইপিসি চলছিল। আজ থেকে বিএনএস-এ যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ।' প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসাবে রাজ্যে নিযুক্ত আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস, ডব্লিউবিপিএস আধিকারিকদের নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মন্ত্রিসভায়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ওই আধিকারিকদের প্রসঙ্গে বলেন, 'আগে কেউ কেন্দ্রীয় সরকারি ট্রেনিংয়ে যুক্ত হতেন না। এটা আগের মুখ্যমন্ত্রীর অলিখিত নির্দেশ ছিল। এ বিষয়ে আমরা অন্য রাজ্যে যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অনুসরণ করার জন্য মুখ্যসচিবকে মনোনীত করলাম।'

পাশাপাশি রাজ্যে মৃত্যুহীন, ভয়মুক্ত, অবাধ নির্বাচনের জন্য এ রাজ্যের ভোটার, নির্বাচন কমিশন, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী, ভোটকর্মী, ভিনরাজ্য থেকে আসা পর্যবেক্ষক এবং প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের প্রার্থী-সহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁদের আত্মবলিদানের মাধ্যমে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিজেপির সেই ৩২১ জন কর্মীর আত্মবলিদানকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি। তাঁদের পরিবারের প্রতি এই সরকার দায়বদ্ধ। তারা যেমন হত্যার বিচার আশা করে, তা আমরা দেব। তাদের সামাজিক এবং অন্য কল্যাণকর দায়দায়িত্ব আমরা, এই সরকার নিজেদের কাঁধে তুলে নিলাম।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''সরকার তথ্য, নিয়মের উপরে চলে। সরকারি সিদ্ধান্ত হয় সংবিধানের কতগুলি বিষয়ের উপরে। এই সরকার 'আমিত্বে' বিশ্বাস করে না, 'আমরা'-নীতিতে চলবে। সংবিধানকে গুরুত্ব দিয়েই আমরা কাজ করব। আমরা আশা করব, এই সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচকেরাও কোনও সমালোচনা করতে পারবেন না। এমন কোনও সুযোগ এই সরকার দেবে না, ভরসা রাখুন।" শুভেন্দু জানান, আগামী সোমবার মন্ত্রিসভার পরবর্তী বৈঠক। ওই বৈঠকে আরজি করের ঘটনা-সহ নারী নির্যাতন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, বেতন কমিশন, মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানান তিনি।

প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর নবান্ন সভাঘরেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পাঁচ নব-নির্বাচিত মন্ত্রী। ছবি: অদিতি সাহা

ছয় সিদ্ধান্ত

- শহিদ বিজেপি কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নিল সরকার।
- সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে জমি।
- সোমবার থেকে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে যুক্ত বাংলা।
- বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, বিশ্বকর্মা যোজনার মতো একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে সামিল বাংলা।
- সোমবার থেকেই রাজ্যে কার্যকর ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও শুরু হল জনগণনার কাজ।
- সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনের বয়সসীমা বাড়ল ৫ বছর।

কার কোন দপ্তর

দিলীপ ঘোষ - পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, কৃষি বিপণন এবং প্রাণিসম্পদ দপ্তর

অগ্নিমিত্রা পল- নারীকল্যাণ এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর

নিশীথ প্রামাণিক- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন এবং ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর

অশোক কীর্তনিয়া- খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ দপ্তর

ক্ষুদিরাম টুডু- আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর

(বাকি সব দপ্তর আপাতত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতেই থাকছে)

'পুনর্বাসনে' না প্রকল্প চালুই

■ রাজ্য সরকার অবসরের বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর পুনর্নিয়োগ বা মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত আধিকারিক এবং কর্মীদের চাকরির মেয়াদ অবিলম্বে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকায় রাজ্যের সমস্ত দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব এবং সচিবদের এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ষাট বছর বয়সের পর যাঁরা পুনর্নিয়োগ বা বর্ধিত মেয়াদে কাজ করছেন, তাঁদের সকলের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

■ রাজ্যে যে সব সামাজিক প্রকল্প চালু রয়েছে, তা বন্ধ হচ্ছে না। সোমবার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পরে এমনটাই জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে পালাবদলের পরে প্রশ্ন উঠেছিল, পূর্বতন তৃণমূল সরকারের চালু করা প্রকল্পগুলির সুবিধা রাজ্যবাসী আর পাবেন কি না। সেই সংশয় নিরসন করে শুভেন্দু জানিয়ে দিলেন, রাজ্যবাসী আগে যে সব সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা পেতেন, এখনও তা পাবেন। তবে কারা পাবেন, তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি জানান, মৃত বা ভারতীয় নন, এমন কেউ এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।

বঙ্গে নতুন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যসচিব হলেন মনোজ আগরওয়াল। সোমবার প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর নাম ঘোষণা করেন। এতদিন তিনি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ছিলেন।

১৯৯০ ব্যাচের আইএএস অফিসার মনোজ আগরওয়াল আইআইটি কানপুরের প্রাক্তনী। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ। সেই কারণেই তাঁকে নবান্নের শীর্ষ প্রশাসনিক দায়িত্বে আনা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। ভোটের সময় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে অন্তর্বর্তী মুখ্যসচিব করা হয়েছিল। সরকার গঠনের পর স্থায়ী দায়িত্ব দেওয়া হল মনোজকে। আগামী ৩১ জুলাই তাঁর অবসরের কথা থাকলেও প্রশাসনিক মহলে জল্পনা, নতুন সরকার প্রয়োজন হলে তাঁর মেয়াদ বাড়াতে পারে।

কারণ, সরকার এখন অভিজ্ঞ এবং নির্বাচনী পরিস্থিতি সামলাতে সক্ষম আমলাদেরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রাখতে চাইছে।

পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির জালে সুজিত বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দপ্তরে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। প্রায় সাড়ে ১০ ঘণ্টা জেরার পরে রাতে কেন্দ্রীয় সংস্থাটির তরফে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করার কথা জানানো হল।

রাজ্যের পুর নিয়োগ দুর্নীতির জাল যে কত দূর ছড়িয়েছিল, তার নতুন ইঙ্গিত মিলল সোমবার। দীর্ঘ জেরা ও নথি খতিয়ে দেখার পর প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। রাজনৈতিক অন্দরে এই ঘটনাকে শুধুই আইনি পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে না, বরং ক্ষমতার বদলের পর প্রশাসনিক সমীকরণ যে দ্রুত পাল্টাচ্ছে, তারই স্পষ্ট প্রতিফলন বলে মনে করছেন অনেকে। তদন্তকারীদের দাবি, পুরসভায় চাকরি দেওয়ার নামে প্রভাব, অর্থ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের এক অদৃশ্য চক্র তৈরি হয়েছিল। সেই চক্রের একাধিক স্তর নিয়ে বহুদিন ধরেই অনুসন্ধান চলছিল। সোমবার সন্ধ্যায় গ্রেপ্তারের খবর ছড়াতেই শাসকদলের পুরনো অন্দরে অস্বস্তি চোখে পড়ে। প্রাক্তন মন্ত্রীর অনুগামীরা অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার আবহ তৈরি করতেই এই পদক্ষেপ। তবে সাধারণ মানুষের একাংশের প্রতিক্রিয়া অন্যরকম, চায়ের দোকান থেকে বাজার, সর্বত্র এখন একটাই প্রশ্ন, 'চাকরির নামে যাঁরা স্বপ্ন বিক্রি করেছিলেন, তাঁদের জবাবদিহি কি অবশেষে শুরু হল?'

রাতে ইডি দপ্তরের বাইরে বেরিয়ে সুজিতের আইনজীবী জানান তৃণমূল নেতার পুত্র সমুদ্র বসু এখনও ইডি দপ্তরেই রয়েছেন।

মোথাবাড়ির তদন্তে দু'মাস সময় বাঁধল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ মে: মোথাবাড়ির ঘটনাকে আর ঝুলিয়ে রাখতে নারাজ শীর্ষ আদালত। বিচারকদের ঘিরে বিক্ষোভ, অবরুদ্ধ অবস্থা এবং প্রশাসনিক ভাঙনের অভিযোগে এবার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সরাসরি সময় বেঁধে দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। দুই মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশে স্পষ্ট, আদালত এই মামলাকে কেবল আইনশৃঙ্খলার ঘটনা হিসেবে দেখছে না, বিচারব্যবস্থার মর্যাদার সঙ্গেও জুড়ে দেখছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ এ দিন জানিয়ে দেয়, তদন্ত শেষ হয়ে থাকলে আর বিলম্ব নয়, অবিলম্বে অভিযোগপত্র পেশ করতে হবে। একই সঙ্গে যাঁরা ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে যুক্ত ছিলেন, সেই বিচারক ও আদালতকর্মীদের নিরাপত্তা আপাতত বহাল রাখার নির্দেশও দিয়েছে আদালত। গত এপ্রিলের শুরুতে মোথাবাড়িতে যা ঘটেছিল, তা প্রশাসনের অন্দরে এখনও অস্বস্তির কারণ। স্থানীয় উত্তেজনার মধ্যে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

এসআইআর-প্রভাব ভোটে, আর্জি কোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর-এ প্রায় ৩৫ লক্ষ ভোটারের আবেদন ঝুলে রয়েছে ট্রাইব্যুনালে। বাংলায় ভোটের ফলে এর প্রভাব কতটা পড়েছে, এবার সেই প্রশ্ন উঠল সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার দেশের শীর্ষ আদালতে এসআইআর মামলায় তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, হারের ব্যবধান ৩২ লক্ষ। আর ৩৫ লক্ষ নামের বিচার বাকি রয়েছে। ইলেকশন পিটিশন ফাইল করার জন্য অনুমতি চেয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের কাছে আবেদন জানান কল্যাণ। এই আবেদনের পরিপেক্ষিতে শীর্ষ আদালত জানাল, এর জন্য ইন্টারলোকিউটরি অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে।

এদিন সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার শুনানিতে কল্যাণ বলেন, '৩১টা এমন আসন রয়েছে, যেখানে যত নাম ট্রাইব্যুনালে বিবেচনাধীন রয়েছে, তার থেকে কম ব্যবধানে ভোটের ফল হয়েছে।' একটি আসনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, '৮৬২ ভোটে আমাদের প্রার্থী হেরেছেন। সেখানে ৫ হাজার নাম বাদ গিয়েছে।'

নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু তখন বলেন, এ ব্যাপারে তাঁরা ইলেকশন পিটিশন ফাইল করতে পারেন। তখন শীর্ষ আদালতের কাছে কল্যাণ আবেদন করেন, 'এই গ্রাউন্ডে ইলেকশন পিটিশন ফাইল করার অনুমতি দিন।' বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী কল্যাণের উদ্দেশে বলেন, 'আপনি আলাদা করে আইএ ফাইল করুন। কমিশনের তরফে মিস্টার নাইডু তাঁদের যা বলার বলবেন। আমরা খতিয়ে দেখে নির্দেশ দেব।'

এদিকে, এসআইআরের ট্রাইব্যুনাল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। এদিন সুপ্রিম কোর্টে সেই প্রসঙ্গও উঠে। তা নিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'কেউ যদি ব্যক্তিগত গ্রাউন্ডে পদত্যাগ করেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই।' সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন কল্যাণ বলেন, 'যে নামের বিচার এখনও হয়নি তা দ্রুত শেষ না হলে সামনের বছর পুরসভা নির্বাচন আছে, এরপর পঞ্চায়েত আছে, সেখানে প্রভাব পড়বে।' তৃণমূলের আর এক আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী এদিন শীর্ষ আদালতে বলেন, 'এখন মনে হচ্ছে পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে চার বছর সময় লাগবে।' তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলে, 'কতদিনের মধ্যে শুনানি শেষ করা সম্ভব, তা বোঝার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির রিপোর্ট দরকার।'

চন্দ্রনাথ খুনে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ডে বড় মোড়। দীর্ঘ নজরদারির পর উত্তরপ্রদেশ থেকে তিনজনকে পাকড়াও করেছে রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ। সোমবার ভোরে কড়া পাহারায় তাদের আনা হয়েছে ভবানী ভবনে। শুরু হয়েছে দফায় দফায় জেরা।

তদন্তের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে ডিজিটাল ছাপ। বালি টোলপ্লাজায় এক লেনদেনের সূত্র ধরে খোঁজ মেলে অভিযুক্তদের। গাড়ির গতিপথ, মোবাইল টাওয়ার তথ্য, সিসিটিভি ছবি, সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে ছবিটা স্পষ্ট হয়। তদন্তকারীদের দাবি, এটি নিছক আকস্মিক আক্রমণ নয়। চন্দ্রনাথের গতিবিধিতে অনেক দিন ধরে নজর রাখা হয়েছিল।

পিছনে বড় চক্র বা ভাড়াটে খুনির হাত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ধৃতদের নাম, মায়াঙ্ক রাজ মিশ্র, ভিকি মৌর্য্য ও রাজ সিং। রাজ সিং-কে উত্তর প্রদেশের বালিয়া ও বাকি দু'জনকে বিহারের বক্সার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের সোমবার বারাসাত জেলা আদালতে এসিজেএম কোর্টে তোলা হয়। এদিন পুলিশ ৩ জনের ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করলেও বিচারক ১৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। সরকারি কৌসুলি বিভাস চ্যাটার্জি জানান, 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৬(২), ১০৩ (১), ৬১(১), ১১১(২), এবং ৩(৫) ও সঙ্গে ২৫/২৭ আর্মস অ্যাক্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। এই ধারার সঙ্গে আমরা তথ্য লোপাটের সেকশন অ্যাডের জন্য বিচারকের কাছে আবেদন করি। বিচারক সেই আবেদন গ্রহণ করেছেন। তদন্তের স্বার্থে এর থেকে নেশি কিছুই সরকারি কৌশলি জানাতে চাননি।

সম্প্রতি মধ্যমগ্রামে দোহারিয়া এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে গাড়ির মধ্যেই নৃশংসভাবে গুলি করে খুন করা হয় চন্দ্রনাথ রথ -কে।

নির্ভয়ে কাজের বার্তা সচিবদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্নে প্রথম দিনেই আমলাদের উদ্দেশে স্পষ্ট বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ-সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিদের সামনে শুভেন্দু জানিয়ে দিলেন, ''আমাকে খুশি করতে 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা' লিখতে হবে না। অনুপ্রেরণা বন্ধ করে কাজের কাজ হোক।''

পাশাপাশি, রাজ্যের ভোট বা পরবর্তী কোনরকম হিংসার ঘটনায় রাজ্য সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নেবে। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দের উপস্থিতিতে ওই বৈঠকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলিও আলোচনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

নবান্ন সূত্রে খবর, প্রায় দেড় ঘণ্টার ওই বৈঠকে প্রশাসনের কাজের ধরন নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'এত দিন সরকার ছিল দলের জন্য। এ বার সরকার হবে মানুষের জন্য।' একই সঙ্গে আমলাদের উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট করে দেন, শুধুমাত্র 'হ্যাঁ'-তে 'হ্যাঁ' মেলানোর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে রাজ্যের স্বার্থে স্পষ্ট মতামত দিতে হবে।

প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, সরকারি অনুষ্ঠানে আধিকারিকদের প্রকাশ্যে অপমান করা বা নাম ধরে সম্বোধন করার সংস্কৃতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। আমলাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েই সরকার চলবে। তবে দায়বদ্ধতাও নিশ্চিত করা হবে। কেউ ভুল করলে তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হবে এবং প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট জানান মুখ্যমন্ত্রী।ল গত পনেরো বছরে প্রশাসনের একাংশ অনেক ভুল করেছে বলেও মন্তব্য করেন শুভেন্দু। যদিও তিনি স্বীকার করেন, কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতির কারণে আধিকারিকদের হাতে খুব বেশি বিকল্প ছিল না। তবু অন্যায় দেখলে 'না' বলার সাহস দেখানো উচিত ছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NAME CHANGE

I Sekh Phurhan Ali S/o Abdul Aziz residing of Vill. Thaipara, P.O. Sarai, P.S. Pandua, Dist. Hooghly have changed my father's name and shall henceforth be known as Sekh Phurhan Ali S/o Sk Abdul Aziz as declared before the 1st class judicial magistrate at chinsurah vide affidavit no 14385 date 07.05.26. Sekh Phurhan Ali S/o Abdul Aziz and Sekh Phurhan Ali S/o Sk Abdul Aziz both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Tapan Kumar Ghosh** S/O Late Kalipada Ghosh Vill : Junbalida Batitaki, PO : Palasha, PS : Kharagpur Local, Pin 721126 shall henceforth be known as Sadhan Ghosh as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Paschim Medinipur vide affidavit no 16319 dated 15.09.2016. Tapan Kumar Ghosh and Sadhan Ghosh both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **PINKI DAS** W/O Chandan Kumar Das presently residing at B.L. No. 18, H/No. 14, P.O. & P.S.- Jagatdal, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743125, W.B. do hereby declare vide affidavit serial no. 175 dated 22.04.2026 in the Court of Learned Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore that my correct and actual name is PINKI DAS which has correctly been recorded in my Voter Card and in the birth certificate of my daughter Kavya Das, wherein my name appears in the column of mother being certificate No. B/2023/522373, Date of Registration : 11/05/2023 but in my Aadhar card, my name has wrongly been recorded as MEENA KUMARI inadvertently. PINKI DAS and MEENA KUMARI is one and same identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 22/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7282 নং এফিডেভিট বলে আমি Mantu Duley S/o. Badal Duley ও Mantu Majhi S/o. Badal Majhi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 10859 নং এফিডেভিড বলে আমি Sneha Das Kanungo D/o. Shubhasis Das Kanungo, R/o. Joypur, Mogra, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 485, dtd. 18/09/2001) আমার সঠিক নাম Sneha Das Kanungo D/o. Shubhasis Das Kanungo-এর পরিবর্তে Snahya Das Kanungo D/o. Subhasis Das Kanungo লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sneha Das Kanungo D/o. Shubhasis Das Kanungo ও Snahya Das Kanungo D/o. Subhasis Das Kanungo সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

আমি, Sona Lika D/o. Chaman Bahadur গত ইংরাজীর 05/05/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Sona Lika হইতে Inaya Mondal নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 05/05/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে 14153 নং এফিডেভিট বলে Inaya Mondal & Sona Lika D/o. Chaman Bahadur R/o. Champsara, Mohistikari, Haripal, Hooghly-712223, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল তারিখ ০৭.০৩.২০১১ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৩৮৯৮-৩৯১২, দলিল নং ১১০৯০১৪০৬-২০১১ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর খাঁঞ্চি, আমার মক্কেলের অর্থাৎ **দেবাশিস দাস অধিকারীর** হেফাজত থেকে হারিয়েছে, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নন্দকুমার থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৩৯৩ তারিখ ০৮.০৫.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে নিম্নোস্বাক্ষরকারীকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।
তারিখ : ১২.০৫.২০২৬
স্থান : শীতলপুর
ইয়াসমিন বিশ্বাস (অ্যাডভোকেট)
'সরাফ হাউস' একতলা, রুম নং ২৮
৪/১ রেড ক্রস প্লেস,কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেল : biswasyasmin@gmail.com
মো : নং : ৯৩৩০২৫৭৭১৯

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমুহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, [illegible]

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, [illegible] খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, [illegible] **মোঃ** [illegible]

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালিনী গোস্বামী, [illegible] বীরভূম [illegible] **৯৭৭৫**[illegible]

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- [illegible] থানা- [illegible] **৯১৫৩**[illegible]

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে [illegible] রামপুর [illegible] **৯৩৩৩**[illegible]

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী [illegible] খয়রাশোল [illegible]

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় [illegible] রোড, [illegible] (বর্ণপরিচয়) [illegible]
maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

[illegible]

হাওড়া

[illegible]

বর্ধমান

[illegible]

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী মুক্তি শূর পিতা শ্রী মনোরঞ্জন শূর, গ্রাম এবং পো : খাসবালান্দা, থানা : হাড়োয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৫৩৮/১৯৯৯, নিত্যা বাজার মার্কেট, হাড়োয়ায় ০২.০৫.২০২৬ তারিখে বেলা ১২ সময় ফটো কপি করাতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেন, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাড়োয়া থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৩৭৪ তারিখ ০৭.০৫.২০২৬ দায়ের করেন।
কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে, অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪, ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সামির আলি সেখ,** পিতা সেখ সারাফাত, সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ০২/০৩/২০২২ তারিখে A.D.S.R, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01284/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)সন্দীপ কুমার দে** পিতা বাদল চন্দ্র দে, সাকিম পান্ডুয়া বেনেপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ ও **২)রবিন রুইদাস** পিতা কার্ত্তিক রুইদাস, সাকিম পান্ডুয়া বেড়ামহল্লা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা পান্ডুয়া, জে.এল. নং ১০৮, হাল এল.আর. ১২৩৮৯ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৩৬৩৮ তথা হাল এল.আর. ৩৬৭৪ দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৮ শতকের মধ্যে ০.২৮৯৮ অংশে ১১ শতকের মধ্যে ০২ কাঠা বা ৩.৩০ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ০৭/০৫/২০২৪ তারিখে A.D.S.R, পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02107/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **অনিতা ক্ষেত্রপাল** পিতা বিশ্বনাথ ক্ষেত্রপাল, সাকিম পান্ডুয়া দিঘীর পূর্বপাড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে বর্তমান ক্রেতা **অনিতা ক্ষেত্রপাল** পিতা বিশ্বনাথ ক্ষেত্রপাল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **১)সন্দীপ কুমার দে ও ২)রবিন রুইদাস,**
আমমোক্তারদ্বয়

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল অদিতি ব্যানার্জি, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৩১৩৯ -১৯৪৩, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এসআর বারুইপুর, পুরসভা হোল্ডিং নং ০৪, খান পাড়া রোড, কলকাতা- ৭০০১৪৫, ওয়ার্ড নং ২২, রাজারপুর- সোনারপুর পুরসভা অধীন যাতায়াতের পথে হারিয়ে ফেলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ৬৩৪ তারিখ ০৮.০৫.২০২৬ দায়ের করেন।
কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে বা দলিলটি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিঞ্চন সাহা
অ্যাডভোকেট
টি২৪, ৪র্থতল, ১৯, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ ফোন : ৯৮৭৪৭৪৭৩৪৯

PUBLIC NOTICE

That my client Anita Debi lost the Original Deeds vide Nos. 00002/2022 & 02867/2010 registered at ADSR Uttarpara & ADSR Serampore dated 03/01/2022 & 21/04/2010 which was in her custody. GDE Lodged at Konnagar PS Vide GDE No.77, Dated 06/05/26. If anyone has any objection contact me with relevant documents within 15 days. Thereafter no claim will be accepted.
Pranayan Chandra
Advocate
Insta Legal Services
Mobile : 8777407081

নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী হিরন্ময় পাল**, পিতা যতীন পাল, গ্রাম- নওপাড়া, পোঃ- দেবানন্দপুর, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন -৭১২১২৩ ব্যক্তি জেলা- হুগলীর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) এ, স্বত্ত সাব্যস্ত [illegible]
শ্রী রাজকুমার মাজী
(উকিল বাবু)

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ই মে, ২৮শে বৈশাখ। মঙ্গল বার। দশমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা। মৃতে ত্রীপাদ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খ ুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(আজ বিশ্ব সেবিকা দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার হচ্ছেন তাপস রায়, আজ শপথগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অষ্টাদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রোটেম স্পিকার বা অস্থায়ী অধ্যক্ষ নির্বাচন হতে চলেছে আজ। লোকভবনে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি নবনিযুক্ত প্রোটেম স্পিকারকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ বিধায়ক তাপস রায়ের কাঁধেই এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বর্তাতে চলেছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাপস রায়ের নামই বিজেপির পক্ষ থেকে এই পদের জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে। সংসদীয় রীতিনীতি অনুযায়ী, আজ নিজের শপথ গ্রহণের পর তাঁর প্রধান গুরুদায়িত্ব হবে বিধানসভার নবনির্বাচিত ২৯৩ জন সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করানো এবং শপথ গ্রহণ পর্বটি পরিচালনা করা।

উল্লেখ্য, তাপস রায় রাজ্য রাজনীতির একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। পূর্বতন সরকারের আমলেও তিনি পরিষদীয় দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্য সচেতকের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও সংসদীয় দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। সেই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেই এবার বিধানসভার প্রথম পর্বে অস্থায়ী অধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করবেন তিনি। প্রাসঙ্গিক তথ্য অনুযায়ী, প্রোটেম স্পিকার একটি অস্থায়ী পদ। নবনির্বাচিত বিধায়কদের প্রথম অধিবেশনে শপথ পাঠ করানোর জন্য রাজ্যপাল এই নিয়োগ করে থাকেন। এই শপথ গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর বিধানসভায় পূর্ণাঙ্গ অধ্যক্ষ বা স্পিকার নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

ধাপে ধাপে হবে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে প্রথম দফায় শপথ নিলেন পাঁচ মন্ত্রী;দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক কীর্তনিয়া, ক্ষুদিরাম টুডু এবং নিশীথ প্রামাণিক। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী-সহ মন্ত্রীর সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪৪ হতে পারে বলেই সূত্রের খবর। ফলে এখনও খালি রয়েছে ৩৯টি পদ। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী কয়েক সপ্তাহে কয়েক দফায় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হবে।

দলীয় সূত্রের দাবি, দ্বিতীয় দফার সম্প্রসারণে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, জঙ্গলমহল এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে। কোন অঞ্চল থেকে কত জন, কোন সম্প্রদায় থেকে কে জায়গা পাবেন; তা নিয়ে অঙ্ক কষা চলছে। এক রাজ্য বিজেপি নেতার বক্তব্য, ধাপে ধাপে মন্ত্রী করা হবে। সব দিক দেখে ভারসাম্য রাখাই লক্ষ্য। এদিকে ১৩ মে বিধানসভায় নতুন বিধায়কদের শপথ গ্রহণ। তার পরেই পরবর্তী সম্প্রসারণের দিন ঘোষণা হতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলের ধারণা।

শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী, বিচার পাওয়ার আশা দেবব্রত মাইতির পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন,পরবর্তী হিংসায় নিহত নন্দীগ্রামের বিজেপি কর্মী দেবব্রত মাইতির পরিবার এবার নতুন করে বিচারের আশায় বুক বাঁধছে। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সোমবার দেবব্রত মাইতির পরিবার বলেন, এবার দেবব্রত মাইতির খুনের সঠিক বিচার হবে এবং দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাবে। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের কেন্দ্যামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের চিল্লগ্রামের বাসিন্দা দেবব্রত মাইতি ২০২১ সালের নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর খুন হন। পরিবারের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই তাঁকে খুন করেছিল। প্রথমে রাজ্য পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তে ইতিমধ্যেই ৪২ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে জেরা করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। আদালতের নির্দেশে অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাইরে থাকতে হয়েছিল বলেও জানা যায়। তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর ধীরে ধীরে অভিযুক্তরা এলাকায় ফিরতে শুরু করে বলে দাবি পরিবারের। বর্তমানে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় দেবব্রত মাইতির পরিবারের আশা, দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর এবার তাঁরা ন্যায়বিচার পাবেন।

ভাটপাড়ার স্থিরপাড়ার বিবেকপল্লি থেকে উদ্ধার তিনটি তাজা বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্থিরপাড়া বিবেকপল্লি এলাকা থেকে উদ্ধার তিনটি তাজা বোমা। সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় পন্ডিত বাগানে সবজি আনতে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে একটি ব্যাগ দেখতে পান। পাশেই নির্মাণ কাজ হচ্ছে। তিনি ভেবেছিলেন সম্ভবতঃ ওটা মিস্ত্রিদের ব্যাগ। ব্যাগটি তুলতে গিয়ে তিনি দেখেন ব্যাগের মধ্যে তিনটি তাজা বোমা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাটপাড়া থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরে সিআইডি-র বম্ব স্কোয়াড পৌঁছে বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় পন্ডিত বলেন, রাস্তার ধারে পড়ে থাকা ব্যাগটি মনে করেছিলাম মিস্ত্রিদের। কিন্তু ভারী ব্যাগটি তুলতে গিয়ে দেখি ভেতরে তিনটি সুতলি বোমা। তাঁর দাবি, বিবেকপল্লি খুব শান্তপ্রিয় এলাকা। অথচ ওখানে কারা বোমা মজুত রেখেছিল, সেটা প্রশাসনকে তদন্ত করে দেখা উচিত।

বেলুড়ে ফুল তুলতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু বৃদ্ধার, লরি আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোমবার সাত সকালে বাড়ির পাশ থেকে ফুল তুলতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর মুখে পড়লেন এক বৃদ্ধা। ঘটনাটি ঘটেছে বেলুড় থানার অন্তর্গত রামলোচন সাহা স্ট্রিট এলাকায়। মৃতার নাম লালমণি মিশ্র (৬৫)। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোর প্রায় পাঁচটা নাগাদ বাড়ির পাশেই ফুল তুলতে বেরিয়েছিলেন লালমণি দেবী। সেই সময় একটি পণ্যবাহী লরি সরু রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি পাঁচিলে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে পাঁচিল ভেঙে পড়ে বৃদ্ধার উপর। বিশেষ করে পাঁচিলের বড় অংশ তাঁর ঘাড়ের উপর পড়ায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে দেখেন, দেওয়ালের নিচে চাপা পড়ে রয়েছেন ওই বৃদ্ধা। পরে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার পর থেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকার মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, এত বড় লরি কীভাবে সরু গলিতে প্রবেশ করল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দুর্ঘটনার পর লরিচালক পালিয়ে গেলেও পুলিশ লরিটিকে আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেলুড় থানার পুলিশ।

সরকারি অনুমোদন ছাড়া কেউ মাদ্রাসা চালালে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে: ক্ষুদিরাম টুডু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাল জাতিগত শংসাপত্রের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। এবার সরকারি অনুমোদন ছাড়া বা নিয়ম না মেনে কেউ মাদ্রাসা চালালে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থারই অংশ। ফলে এখানে আলাদা নিয়ম চলবে না। যাঁরা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন, তাঁদের নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আড়ালে যদি অনিয়ম, দুর্নীতি বা বেআইনি কাজ চলে, তা হলে সরকার চুপ করে থাকবে না। শুধু মাদ্রাসা শিক্ষা নয়, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর নিয়েও কড়া অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন নবনিযুক্ত মন্ত্রী। তিনি বলেন, ভুয়ো এসটি বা এসসি সার্টিফিকেট দেখিয়ে প্রকৃত আদিবাসী ও তফশিলি সম্প্রদায়ের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। জাল শংসাপত্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আদিবাসী সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার।

আর জেড প্লাস নয়, থাকবে সাংসদের নিরাপত্তাই, নতুন সরকারের স্পষ্ট বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেকের নিরাপত্তা ছাঁটাইয়ে রাজ্যের নতুন সরকারের বার্তা স্পষ্ট হল। নবান্নে নতুন নির্বাচিত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত এবার পৌঁছে গেল এই রাজ্যের সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক পরিবারের অন্দরেও। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের বিশেষ নিরাপত্তা বলয় কার্যত গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তে প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। নতুন সরকারের বক্তব্য স্পষ্ট; রাজনৈতিক প্রভাব নয়, নিরাপত্তা নির্ধারণ হবে বাস্তব ঝুঁকির ভিত্তিতে।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠকের পরই প্রশাসনিক স্তরে নির্দেশ যায়, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হিসেবে যতটুকু প্রটোকল প্রাপ্য, অভিষেক এবার কেবল ততটাই পাবেন। অতিরিক্ত নিরাপত্তা, পাইলট গাড়ি, বিশেষ বাহিনীর মোতায়েন; সবই ধাপে ধাপে প্রত্যাহারের পথে।

ইতিমধ্যেই তাঁর বাড়ি ও দপ্তরের নজরদারির কিছু ব্যবস্থা সরানো হয়েছিল। এদিনের সিদ্ধান্তে সেই প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হল।

নবান্নর সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সারলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মদ-জুয়া ও সাট্টার ঠেকের প্রতিবাদ করায় পানিহাটিতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মদ, জুয়া ও সাট্টা ঠেকের প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতী তাণ্ডব। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঘোলা থানার পানিহাটি পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সারদা পল্লি এলাকায়। অভিযোগ, পাড়ার মধ্যেই প্রতিদিন রাতে বাপ্পা দাসের বাড়িতে বসত মদ, জুয়া ও সাট্টার আসর। বহিরাগতরা সেখানে এসে ভিড় জমাত। জনবহুল এলাকায় থাকা মদ জুয়ার ঠেকের প্রতিবাদে সোচ্চার হন পাড়ার মহিলারা। অভিযোগ, রবিবার রাতে বাইকে চেপে এসে প্রতিবাদী মহিলাদের বাড়িতে হানা দিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে হুমকি দেয় একদল দুষ্কৃতী। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় সারদা পল্লিতে। তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঘোলা থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। স্থানীয় বাসিন্দা শঙ্কর মল্লিক জানান, পাড়ার মধ্যে একটি বাড়িতে রাতের অন্ধকারে বহিরাগত কিছু যুবকের আনাগোনা দিনকে দিন বাড়ছিল। শঙ্কর বাবুর অভিযোগ, ওই বাড়িতে প্রতিদিন মদ, জুয়া ও সাট্টা আসর বসত। মহিলারা রাতে বাইরে বেরোতে ভয় পেতেন। পাড়ার মহিলারা বাড়ির বাইরে বেরোলে তাদের কটূক্তি করা হত। রবিবার ঠেক বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হোন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, ক্ষোভে বহিরাগতরা এসে পিস্তল উঁচিয়ে এলাকায় তাণ্ডব চালায়। ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১২ মে ২০২৬, ২৮ বৈশাখ ১৪৩৩, মঙ্গলবার

উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট ১৪ মে

■ ভোটের উত্তাপ কাটতে না কাটতেই এবার রাজ্যের নজর ঠেকেছে পরীক্ষার ফলাফলে। আগামী ১৪ মে প্রকাশিত হতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল। সকাল থেকেই সংসদের সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে মেধাতালিকা ও সামগ্রিক পরিসংখ্যানের। তার পরেই শুরু হবে লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর অপেক্ষার অবসান। এবার ফল জানার পুরো ব্যবস্থাই আরও বেশি ডিজিটাল নির্ভর। একাধিক পোর্টাল ও চলমান দূরভাষভিত্তিক মাধ্যমে নম্বর দেখা যাবে। শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, শুধু ফল প্রকাশ নয়, পরীক্ষাব্যবস্থাকে দ্রুত প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার দিকেও এটি স্পষ্ট বার্তা। সংসদ সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট বিতরণ কেন্দ্র থেকে নম্বরপত্র ও শংসাপত্র সংগ্রহ করবেন বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা। কয়েক জন অভিভাবকের কথায়, ফল এখন আর শুধু নম্বর নয়, ভবিষ্যতের দরজাও। সেই কারণেই ফলপ্রকাশের দিনকে ঘিরে চাপ, উৎকণ্ঠা ও প্রত্যাশা; তিনটেই এবার তুঙ্গে।

জুন থেকেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার

■ মন্ত্রিসভার কাজ ভাগ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ঘোষণা, ১ জুন থেকেই মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের মাসিক তিন হাজার টাকা। ভোটের আগে সবচেয়ে চর্চিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাল নবান্ন। দপ্তর বণ্টনেও আঞ্চলিক ভারসাম্যের ছাপ স্পষ্ট। মাথাভাঙার বিধায়ক নিশীথ প্রামাণিক পেলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও ক্রীড়া-যুবকল্যাণ। দায়িত্ব পেয়েই তাঁর হুঁশিয়ারি, কলকাতার একটা উড়ালপুলের টাকায় গোটা উত্তরবঙ্গ চলত। এই বৈষম্য আর নয়। খড়গপুরের দিলীপ ঘোষের হাতে পঞ্চায়েত-গ্রামোন্নয়ন ও প্রাণী সম্পদ। আসানসোল দক্ষিণের অগ্নিমিত্রা পাল সামলাবেন পুর ও নারী-শিশু কল্যাণ। রানিবাঁধের ক্ষুদিরাম টুডুকে দেওয়া হল অনগ্রসর শ্রেণি ও আদিবাসী উন্নয়ন। বনগাঁ উত্তরের অশোক কীর্তনিয়া হলেন খাদ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক মহলের মতে, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার চালু ও উত্তরবঙ্গকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুটি বার্তা দিলেন শুভেন্দু। এক, প্রতিশ্রুতি রক্ষায় দেরি নয়। দুই, দক্ষিণ-উত্তর ভেদ ঘোচানোই নতুন সরকারের প্রথম রাজনীতি। কোচবিহারের এক গৃহবধূর কথায়, টাকাটা ঢুকলেই বুঝব, দাম আছে।

গেরুয়া আলোতে ঢাকল নবান্ন

■ পালাবদলের প্রথম সকালেই প্রতীক বদলে দিল নবান্ন। নীল-সাদা আবরণ সরিয়ে রবিবার সন্ধ্যা থেকে গেরুয়া আলোয় ঝলমল করল চোদ্দোতলা সচিবালয়। গঙ্গার জলে সেই আভা পড়ে তৈরি হল নতুন দৃশ্যপট। বিদ্যাসাগর সেতু থেকে তাকালেই স্পষ্ট; ক্ষমতার হাতবদল শুধু কাগজে নয়, চোখেও ধরা পড়ছে। সোমবার সকাল থেকে শুরু হয় শুভেন্দু সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা। শপথ নেওয়া পাঁচ মন্ত্রীকে দপ্তর ভাগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। চলে দিনভর শীর্ষ আমলাদের সঙ্গেও দফায় দফায় আলোচনা। প্রশাসনের রূপরেখা ঠিক হল আজই। তার আগে রবিবার ছুটির দিনেও নজিরবিহীন রদবদল। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর ঢেলে সাজাতে আনা হয় একঝাঁক তরুণ আইএএস ও ডব্লিউবিসিএস অফিসারকে। পি প্রমথ, নবনীত মিত্তলের মতো দক্ষ মুখ এবার যুগ্ম সচিব। সাতজন সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারিও নিয়োগ হন একসঙ্গে। নবান্নের সামনে দাঁড়ানো এক প্রবীণের কথায়, আলো বদলেছে, এবার কাজের রং দেখব। বিজেপি শিবিরের দাবি, জনাদেশের প্রতিফলন এই গেরুয়া আভা। প্রথম দিনেই রদবদল আর আলোর বদল বুঝিয়ে দিল, প্রশাসন চলবে নতুন ছন্দে, দ্রুত গতিতে।

‘গার্ড অফ অনার’...

সোমে প্রথমবার নবান্নে পা রাখলেন রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া হল ‘গার্ড অফ অনার’।

‘মৃত্যুহীন ভোট’ দেখল বিশ্ব, কমিশনকে ধন্যবাদ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম ক্যাবিনেটেই নির্বাচন কমিশনকে কুর্নিশ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে তিনি বললেন, দীর্ঘদিন পর মৃত্যুহীন, ভয়শূন্য, অবাধ ভোট দেখল বাংলা। গোটা দুনিয়া সাক্ষী থাকল। ৯৩ শতাংশ ভোটারের পাশাপাশি ভোটকর্মী, গণনাকর্মী, পর্যবেক্ষক, কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল মন্ত্রিসভা।

শুভেন্দুর কথায়, গণতন্ত্রের মহোৎসবে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যাঁরা ছিলেন, সবার জন্যই আজকের দিন।দ রাজনৈতিক মহলের মতে, হিংসা-দীর্ণ ভোটের ছবি পাল্টে দেওয়াকেই নিজের সরকারের প্রথম বৈধতা হিসেবে তুলে ধরলেন তিনি। কমিশনের নিরপেক্ষতাকে সামনে এনে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের বার্তাও দিলেন।

এক প্রবীণ পর্যবেক্ষকের মন্তব্য, ভোটে রক্ত না ঝরাটাই এখন বাংলার সবচেয়ে বড় খবর। নবান্নের করিডরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কৃতিত্ব ভাগ করে নিয়ে প্রশাসনের উপর আস্থা ফেরানোই এখন নতুন সরকারের প্রথম কৌশল।

চন্দ্রনাথ রথ খুনে মমতা পুলিশের একটা অংশ জড়িত: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই সিআইডি এবং এসটিএফ যৌথ অপারেশন চালিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে তিন পেশাদার শার্প শুটারকে গ্রেপ্তার করেছে। এই খুনের নেপথ্যে কারা এবং কে ধৃতদের সুপারি দিয়েছিল, তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছে। প্রসঙ্গত, বালি টোল প্লাজায় ইউপিআই পেমেন্টের মাধ্যমে টোল ট্যাক্স দেওয়া হয়। ডিজিটাল লেনদেনের সূত্র ধরেই তদন্তকারীরা তিন অভিযুক্তকে পাকড়াও করেছে। সোমবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি

হয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং দাবি করেন, এই খুনের ঘটনায় মমতা পুলিশের একটা অংশ জড়িত। যদিও তিনি আগেই দাবি করেছেন, এই ঘটনায় বড় মাথা যুক্ত। তবে ঘটনায় জড়িত সকলেই ধরা পড়বে।

ষাটোর্ধ্ব আধিকারিকদের পুনর্নিয়োগ ও মেয়াদ বৃদ্ধি বাতিল করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রশাসনে রাশ ধরতে প্রথম দিনেই কাঁচি চালাল নতুন সরকার। ৬০ পেরনোর পর বিশেষ সুবিধায় পদ আঁকড়ে থাকা সব আধিকারিকের পুনর্নিয়োগ ও মেয়াদ বৃদ্ধি বাতিল করল নবান্ন। একইসঙ্গে রাজ্যের সব বোর্ড, নিগম, পর্ষদ ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় আগের সরকারের মনোনীত সদস্য, ডিরেক্টর, চেয়ারপার্সনদের কার্যকালও শেষ করা হচ্ছে। নির্দেশ স্পষ্ট, অবসরের পর বছরের পর বছর এক্সটেনশনে কাজ করা অফিসারদের অবিলম্বে দায়িত্ব ছাড়তে হবে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, আগের জমানায় রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার জোরে বহু শীর্ষ আমলা অবসর ভেঙে কুর্সিতে বসে ছিলেন। সেই ছবি পাল্টে স্বচ্ছতা ফেরাতেই এই পদক্ষেপ।

ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, ক্ষমতার হাতবদলের পর এটা প্রত্যাশিতই ছিল। বিরোধী আসনে থাকতেই শুভেন্দু অধিকারী বারবার এক্সটেনশন-রাজের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এবার কুর্সিতে বসে তরুণদের জন্য জায়গা খুলে দিলেন। নবান্নের করিডরে এক তরুণ আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া, এবার অন্তত ফাইল নড়বে। আর বিদায়ী এক বোর্ড-কর্তার খেদ, এটাই নিয়ম। সরকার বদলালে চেয়ারও বদলায়। বার্তা পরিষ্কার, পুরনো অনুগতের জায়গায় নতুন পেশাদারিত্ব। প্রশাসনে নিজের ছাপ রাখতে দেরি করলেন না মুখ্যমন্ত্রী।

তৃণমূল সরকারের সময়ে সরকারি বিভিন্ন বোর্ড, সরকারি পদ যেমন ডিরেক্টর ও অন্যান্য আধিকারিক পদে একাধিক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হত! সাধারণত ‘পোস্ট অফ বেনিফিট’ বা পছন্দের লোকদের একাধিক সরকারি পোস্টে দায়িত্বে রাখা হত! শুধু তাই নয়, যাঁদের বয়স ৬০ বছর পেরিয়ে গিয়েছিল, তাঁদেরও নতুন করে বিভিন্ন সরকারি পদের মাথায় বসানো হয়েছিল। এছাড়াও একাধিক সরকারি পদে সেইসব আধিকারিকদের বসানো হত। নতুন রাজ্য সরকার তৈরির পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই এই বিষয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কয়েকশো আধিকারিক রাজ্য সরকারের এইসব পদে নিযুক্ত ছিলেন। মোটা টাকা মাইনেও ছিল তাঁদের। পাশাপাশি যাওয়া-আসার জন্য সরকারি গাড়িও বরাদ্দ থাকত। মোটা টাকা সরকারি খাতে খরচ হত। সেই টাকা এবার থেকে সাশ্রয় হবে বলেও খবর।

সরকারি কাজে হাত নয় দলের, আশ্বাস শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না দল। এই মর্মে স্পষ্ট বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার সকালে সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে যাওয়ার আগে শমীকের বাড়িতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে তাঁরা দু’জন একই গাড়িতে বিজেপি কার্যালয়ে যান। বিজেপি কার্যালয়ে বৈঠকের পর নবান্নের উদ্দেশে রওনা দেন শুভেন্দু।

শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকের পর সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে শমীক বলেন, ‘সরকার সরকারের মতো চলবে। আর দল দলের মতো। এটি কোনও বিজেপি সরকার নয়। এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার।’ আয়ুষ্মান ভারত, মহিলা ও বেকার ভাতার মতো প্রতিশ্রুতিগুলি কী ভাবে দ্রুত কার্যকর করা যায়, সেই বিষয়ে সরকারের সঙ্গে দল সহযোগিতা করবে বলে জানান তিনি।

গত শনিবার ব্রিগেড ময়দানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন শুভেন্দু। শপথগ্রহণের পরেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানান তিনি। বলেন, ‘আমি মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখন সবার। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলব, যাঁরা এখনও সমালোচনা করছেন, তাঁদের চৈতন্য হোক। বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। শিক্ষার মান হারিয়ে গিয়েছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।’ একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘আসুন আমরা বাংলাকে নবনির্মাণ করি। অনেক দায়িত্ব। এখন এ সব রাজনৈতিক কচকচানি, পরস্পরের সমালোচনা করার সময় নয়। আমরা শুধু এগিয়ে যাব।’ এ বার এর সূত্র ধরেই শমীক জানালেন, সরকারের কাজে দলের কোনও প্রভাব থাকবে না।

উল্লেখ্য, এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পরে পক্ষপাতহীন ভাবে, সকলকে সঙ্গে নিয়ে সরকার চালানোর বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুও।

সিধু-কানহুর মূর্তি ভাঙা নিয়ে অভিযোগ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারিতে সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই ঐতিহাসিক মুখ সিধু ও কানহু মুর্মুর মূর্তি ভাঙচুরকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হল। ঘটনার ভিডিও প্রকাশ করে তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন শাসকদলের বিরুদ্ধে।

তিনি অভিযোগ করেন, এটি সাধারণ ভাঙচুর নয়, আদিবাসী সমাজের আত্মসম্মান ও ইতিহাসের উপর সরাসরি আঘাত। তাঁর বক্তব্য, যাঁরা ভোটের সময়ে আদিবাসী উন্নয়নের কথা বলেন, তাঁরাই এই ধরনের ঘটনায় নীরব থাকছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, মূর্তির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পান বাসিন্দারা। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, ঘটনাটি শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে আটকে নেই। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় প্রভাব বিস্তার নিয়ে যে নীরব রাজনৈতিক লড়াই চলছে, এই বিতর্ক তারই নতুন পর্ব। সিধু-কানহু শুধুই ইতিহাসের নাম নন, আদিবাসী আত্মপরিচয়ের প্রতীক। ফলে তাঁদের ঘিরে যে কোনও ঘটনা দ্রুত রাজনৈতিক অভিঘাত তৈরি করবেই। অভিষেক দাবি করেছেন, ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে কড়া শাস্তি দিতে হবে।

সরকারি বাসে মহিলাদের লাগবে না টিকিট, সিদ্ধান্ত সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নারীদের উদ্দেশে এবার সরাসরি ‘চাকা ঘোরানোর’ বার্তা দিল নতুন সরকার। আগামী ১ জুন থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের সিদ্ধান্ত শুধু জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নয়, ক্ষমতায় আসার পর প্রতিশ্রুতি রক্ষারও প্রথম বড় পরীক্ষাগুলোর একটি।

রাজ্য প্রশাসনের দাবি, কর্মসূত্রে প্রতিদিন দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া মহিলা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং নিম্ন আয়ের পরিবারগুলিই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। যাতায়াত খরচ বাঁচলে সেই অর্থ সংসার কিংবা শিক্ষার পেছনে খরচ করা সম্ভব হবে; এমনই যুক্তি সরকারের।

একই দিনে চালু হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতও। ফলে ১ জুনকে রাজনৈতিক ভাবে ‘দ্বৈত প্রতীকী দিন’ হিসেবেই তুলে ধরতে চাইছে শাসক শিবির; একদিকে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, অন্যদিকে চলাচলের স্বাধীনতা।

দিল্লি, কর্ণাটক বা তামিলনাড়ুর পথে হাঁটলেও বাংলার প্রেক্ষাপট আলাদা। এখানে এই সিদ্ধান্তের ভিতরে রয়েছে নারী ভোটব্যাংককে দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখার স্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্কও।

অনুপ্রেরণা নয়, কাজই শেষ কথা, কর্মচারীদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

সিন্ডিকেটে তালা, টোটোয় কুপন নয়, বিধায়কদের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্তাবকতার সংস্কৃতিতে ইতি টানলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার নবান্নে শীর্ষ আমলাদের প্রথম বৈঠকেই শুভেন্দু অধিকারীর সাফ বার্তা, তোষামোদ ছেড়ে মানুষের পরিষেবায় মন দিন। প্রকল্পের হোর্ডিং থেকে সরকারি ফাইলে এতদিনের ‘মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা’ শধবন্ধ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হল। প্রাক্তন মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ-সহ সব দপ্তরের সচিবদের সামনে তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে প্রশাসন দলের হয়ে কাজ করেছে। অনেকেই বাধ্য হয়ে ‘হ্যাঁ-তে হ্যাঁ’ মিলিয়েছেন। এবার স্পষ্ট মতামত চাই। ভুল দেখলে ‘না’ বলতে হবে। তবে অপমানের রাজনীতি নয়। আমলাদের সম্মান দিয়েই কাজ আদায়ের পক্ষে শুভেন্দু। গাফিলতিতে কৈফিয়ত ও শাস্তিও থাকবে। দ্রুত যোগাযোগে মুখ্যমন্ত্রী-সহ সচিবদের নিয়ে নতুন বার্তা-গোষ্ঠী তৈরির নির্দেশ দিলেন। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজনীতি নয়, সরকারি টাকার অপচয় বন্ধেরও হুঁশিয়ারি। এক প্রবীণ আধিকারিকের কথায়, কাজের স্বাধীনতা মিলল,

সঙ্গে দায়ও বাড়ল। বদলের হাওয়া টের পাচ্ছে নবান্ন।

অন্যদিকে, প্রথম বৈঠকেই কড়া দাওয়াই। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি, রাজ্যে আর চলবে না সিন্ডিকেট-রাজ। অটো-টোটো স্ট্যান্ডে কুপন ছাপিয়ে টাকা তোলা অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ দিলেন তিনি। সোমবার বিধায়ক ও জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বালি, কয়লা, গরু পাচার রুখতে জেলায় জেলায় নজরদারির কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বীরভূমের জেলাশাসককে বিশেষভাবে সতর্ক করে জানান, অবৈধ খাদান চলবে না। সীমান্ত জেলাগুলিতে আজ থেকেই গরু পাচার বন্ধ করতে হবে। ১০০ দিনের কাজ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু। তাঁর সন্দেহ, কাজ না করেও জব কার্ডে টাকা তুলছে অনেকে। বৈধতা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। নবান্ন সূত্রে খবর, ধাপে ধাপে আয়ুষ্মান প্রকল্পে স্বাস্থ্যসাথী যুক্ত হবে। ১ জুন থেকে মিলবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারও। জেলাশাসকদের ও বিধায়কদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠকে বসতে বলা হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, শাসন বদলের প্রথম দিনেই দুর্নীতির শিকড়ে আঘাত করলেন শুভেন্দু।

সল্টলেকে উৎসবের মেজাজ, দলীয় দপ্তরে সংবর্ধনা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লাল গালিচা, শঙ্খধ্বনি, কুলো-গাছকৌটো হাতে মহিলাদের বরণ; মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার দলীয় কার্যালয়ে পা রেখেই উৎসবের কেন্দ্রে শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সল্টলেকে বিজেপির সদর দপ্তরে তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাস ছিল বাঁধভাঙা। ২০৭টি পদ্মের মালায় তাঁকে বরণ করা হয় মুখ্যমন্ত্রীকে।

শমীক ভট্টাচার্যের গাড়িতে চেপে কার্যালয়ে ঢুকলেন শুভেন্দু। ভেতরে ছোট মঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ছবিতে মালা দিলেন দু’জনে। সম্মেলন কক্ষে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। লকেট চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র খাঁ, দেবজিৎ

সরকার-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে প্রথম দলীয় বৈঠক সারলেন তিনি। মিষ্টিমুখ, লাড্ডু বিলি; সবই চলল পাশাপাশি। বিরোধী দলনেতা হিসেবে আগেও এসেছেন এখানে। কিন্তু নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই আসা অন্য মাত্রার। খোশমেজাজে হাত জোড় করে সকলকে অভিবাদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুঝিয়ে দিলেন, নবান্নের পথ মসৃণ রাখতে দলীয় শিকড়ই তাঁর ভরসা। বৈঠক শেষে শমীক বলেন, সরকার সরকারের মতো চলবে। দলের সঙ্কল্পপত্র যাতে রূপায়িত হয়, তার জন্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে। এই সরকার বিজেপি সরকার হবে না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার হবে।

পরিষেবা সচল-সহ কর্মচারীদের বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে ভাটপাড়া পুরসভায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ৪ মে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। ধুঁয়ে মুছে সাফ তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে পালাবদল হতেই তৃণমূল পরিচালিত ভাটপাড়া পুরসভায় পুর প্রতিনিধিরা আসছেন না। ফলতঃ, পুর পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন পুর অঞ্চলের বাসিন্দারা। পাশাপাশি পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতনও মিলছে না। অভিযোগ উঠেছে, পুর পরিষেবা অচল হয়ে পড়ায় চারিদিকে ময়লা আবর্জনার পাহাড় জমেছে। সাফাই কর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা পেনশন থেকে বঞ্চিত। এহেন পরিস্থিতিতে পুর পরিষেবা সচল রাখতে এবং কর্মচারীদের বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে সোমবার ভাটপাড়া পুরসভায় দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভে যোগ দিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী বলেন, দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে তৃণমূল

পরিচালিত এই ভাটপাড়া পুরসভা। সাফাই কর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পেনশন থেকে বঞ্চিত। মাসে ২৬ দিনের বদলে অস্থায়ী কর্মীরা মাত্র ১২ দিন কাজ পাচ্ছেন। ফলে তাঁদের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সোহনের সাফ বক্তব্য, তাঁরা পুরসভা দখল করতে আসেননি। পুরসভা সচল রাখার দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের পুর প্রতিনিধিরা পুরসভায় আসছেন না। এর ফলে পরিষেবা পুরো ভেঙে পড়েছে। সোহনের কথায়, পুরসভা না চালাতে পারলে ওরা গদি ছেড়ে দিক। তাহলে বিজেপি সরকারের প্রতিনিধিরা পুরসভা চালাবে এবং সাধারণ মানুষকে তাঁরা ভালোভাবেই পরিষেবা দেবে। অপরদিকে বিজেপি কর্মী দীপক সাউ বলেন, ভাটপাড়ায় পুর পরিষেবা পুরো স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। রাস্তাঘাটে ময়লা আবর্জনার পাহাড় জমেছে। কোথাও কোথাও পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। পুরসভায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, চেয়ারপার্সনের বদলে তাঁর পুত্র সঞ্জয় শ্যাম পুরসভা চালাতেন। এমনকী চেয়ারপার্সন নিয়মিত পুরসভায় আসতেন না।

পশুর হাটে তালা, পাচারে রাশ, ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দায়িত্ব নিয়েই গরু পাচারে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রথম মন্ত্রিসভার দিনেই নির্দেশ, রাজ্যে আর একটাও অবৈধ পশুর হাট বসবে না। বৈধ হাটগুলিতেও কড়া নজরদারি চলবে। কে কিনছে, কে বেচছে, সব তথ্য রাখতে হবে প্রশাসনকে। তবে হুঁশিয়ারি, আইনের নামে বৈধ ব্যবসায়ী বা সাধারণ ক্রেতাকে যেন হয়রানি না করা হয়। সীমান্ত এলাকায় পাহারা আরও আঁটসাঁট করতে পুলিশকে নিয়মিত

অভিযানের নির্দেশ গিয়েছে। সন্দেহজনক গতিবিধি দেখলেই ব্যবস্থা, গাফিলতিতে রেয়াত নয়। নবান্নের অন্দরে খবর, সব জেলার পুলিশ সুপারদের কাছে পৌঁছেছে বিশেষ নির্দেশিকা। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, দীর্ঘদিনের পাচার-বিতর্কে রাশ টানতে প্রথম দিনেই মাঠে নামল নতুন সরকার। এক শীর্ষ কর্তার কথায়, বার্তা স্পষ্ট, বেআইনি কারবার চলবে না। পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গেই আইন-শৃঙ্খলায় নিজের ছাপ রাখলেন শুভেন্দু।

সম্পাদকীয়

অনুপ্রবেশ শুধু কথার কথা নয়, প্রথম বৈঠকেই বোঝাল পশ্চিমবঙ্গের নতুন মন্ত্রিসভা

অনুপ্রবেশ। সীমান্তবর্তী এই রাজ্যে চিরকালের সমস্যা। সীমান্ত পেরিয়ে চোরাপথে প্রায় প্রতিদিনই দলে দলে মানুষ এসে এই রাজ্যে মিশে যাচ্ছে। তারপর আধার কার্ড থেকে নানা পরিচয়পত্র বানিয়ে রাতারাতি এই দেশের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হচ্ছে। চৌত্রিশ বছরে বাম সরকার সব জেনে শুনে চোখ বুজেছিল। মজার কথা, তখনকার বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে বারবার সুর চড়ালেও তিনি যখন শাসক হলেন তখন ওই একই পথ ধরলেন। অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে জেতার হাতিয়ার বানালেন। এভাবেই গত কয়েক দশক ধরে বাংলার মানুষের নীরবে সর্বনাশ হচ্ছিল। এই রাজ্যের বাসিন্দারা বঞ্চিত হচ্ছিলেন চাকরিবাকরি, ব্যবসা, শিক্ষা ও রোজগার থেকে। রাজ্যের জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে যাচ্ছিল এই অনুপ্রবেশকারীরা। বিনে পয়সার রেশন থেকে যুবসাথী, কন্যাশ্রী-র মতে প্রকল্পের সুবিধা তারা বেমালুম ভোগ করছিলেন। এর জেরে চাপ পড়ছিল রাজ্যের কোষাগারে। সরকারি টাকায় সরকারি হাসপাতালের পরিষেবাও পাচ্ছিলেন তারা। এভাবেই আমাদের দেশের সম্পদ ও অর্থ কিছু ভিনদেশী নাগরিকদের পুষতে খরচ হচ্ছিল। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? ভারতীয় জনতা পার্টি বারবার এই প্রশ্নটাই তুলেছে। প্রতিটি নির্বাচনেই তাঁরা সোচ্চার হয়েছে সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়েও তাঁরা বারবার উদ্যোগ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও একাধিকবার এই নিয়ে রাজ্যকে তৎপর হতে বলেছিল। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে নীরব থেকেছে রাজ্য প্রশাসন। কিন্তু অবশেষে বাংলার মানুষের দুর্দশা ঘুচতে চলেছে। মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে মসনদে বসেই বাংলার নয়া মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন অনুপ্রবেশ, বিজেপির কাছে নেহাতই একটা রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা নয়, তারা অনুপ্রবেশ রুখতে আন্তরিক। প্রথম ক্যাবিনেটেই তাই এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সীমান্তে ফেন্সিং বসানোর জন্য বিএসএফকে ৪৫ দিনের মধ্যে জমি হস্তান্তরের নির্দেশ দিলেন তিনি। তাঁর ঘোষণায় এরই মধ্যে অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

শব্দছক ১৫৭

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. নগরের বাসিন্দা ৪. দৃঢ় ক্ষমতা ৬. সুন্দর ৭. সমস্ত দিক থেকে ৮. নমস্কারকরণ ৯. ধ্বংশ ১০. ঋণ ১১. ভোরে গীত রাগিনী ১৩. চিহ্নিতকরণ ১৪. ইন্ধন ১৭. প্রাণ ১৮. বন্যা ১৯. চিন্তা ২০. মাতুল ২১. কল্পনাকৃত ২২. চাকরানী

ওপর-নিচ: ১. অঙ্গভঙ্গি করে নাচুনী ২. গাভী ৩. শপথ ৪. রীতি ৫. কিংশুক ৮. স্বামীর বোন ৯. জাহাজ চালনাকারী ১১. পীড়ন ১৩. রত্নের কাব্যরূপ ১৬. মেনে নেওয়া ও তার পক্ষে ১৭. জন্মেছে যে ১৮. মিথ্যা দিয়ে পড়া ১৯. অন্ন ২০. প্রহার করা

সমাধান ১৫৬ — পাশাপাশি: ১. প্রদোষ ৪. আলোকহীন ৮. উপার্জন ৯. চাটা ১২. কাম ১৩. শোভন ১৫. সুমেরু ১৬. নাক ১৭. কামনা ১৮. ভান ১৯. আর্য ২০ নরম

ওপর-নিচ: ১. দোক্তাপাতা ৩. ভালো ৩. মহী ৫. আনচান ৬. কদু ৭. নগ ১০. ক্ষোভ ১১. ভাসুর ১২. কারুকার্য ১৩. শোক ১৪. নতুন ১৬. নানান ১৮. ভাম

আজকের দিন

■ **১৬৩৯** — মুঘল সম্রাট শাহজাহান দিল্লিতে ঐতিহাসিক লালকেল্লা নির্মাণের আদেশ দেন

■ **২০০৮** — চীনের সিচুয়ান শহরে একটি বিধ্বংসী \(8.0\) মাত্রার ভূমিকম্প হয়।

■ **২০১৭** — একটি ব্যাপক বৈশ্বিক র‍্যানসমওয়্যার আক্রমণ হয়।

জন্মদিন

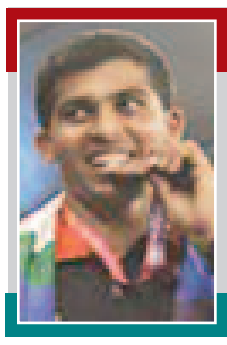

১৯৮৩ *বিশিষ্ট জ্যাভলিন থ্রোয়ার কাশীনাথ নায়েকের জন্মদিন।*

১৯৯১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অলক শর্মার জন্মদিন।*

১৯৯৫ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় পবন কুমারের জন্মদিন।*

কাশীনাথ নায়েক

নবজাগরণের উন্মেষ

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐতিহাসিক উত্থান ও দিশা

সুদীপ ঘোষ

কালের অমোঘ নিয়মে ইতিহাসের চাকা ঘোরে। ২০২৬ সালের মে মাসের এক উজ্জ্বল রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে কেবল একটি সরকার পরিবর্তনের দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে না, বরং এটি চিহ্নিত হবে এক ঐতিহাসিক নবজাগরণের পুণ্যলগ্ন হিসেবে। দীর্ঘ কয়েক দশকের বামপন্থী অপশাসন এবং তৎপরবর্তী দেড় দশকের তৃণমূল কংগ্রেসের চরম নৈরাজ্য ও দুর্নীতির অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেছে। শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ আক্ষরিক অর্থেই এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, বাংলার মানুষ আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, তোষণনীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কাছে মাথা নত করতে রাজি নন। এই বিজয় কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এটি জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি বাংলার মানুষের ফিরে আসার এক দীর্ঘ, রক্তস্নাত এবং আত্মত্যাগমূলক সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়কাল থেকেই এই রাজ্য এক অদ্ভুত মতাদর্শগত বিভ্রান্তির শিকার হয়েছিল। দেশভাগের মর্মান্তিক ক্ষত, ছিন্নমূল মানুষের আর্তনাদ এবং আর্থ-সামাজিক অস্থিরতাকে কাজে লাগিয়ে বামপন্থীরা বাংলার মাটিতে এক ভিনদেশি, বস্তুবাদী মতাদর্শের বীজ বপন করেছিল। বাংলার যে মাটি স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মহামানবদের জন্ম দিয়েছে, সেই মাটিকে জোরপূর্বক তার সনাতন ও জাতীয়তাবাদী শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলেছিল দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে এক মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে আবদ্ধ করে, শিল্প ধ্বংস করে এবং কর্মসংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে বামফ্রন্ট সরকার বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ে ভারতীয় জনতা পার্টি বা তার পূর্বসূরি ভারতীয় জনসংঘের উপস্থিতি ছিল সীমিত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নিরলস মাটি কামড়ে পড়ে থাকা এবং দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত কিছু নীরব কর্মীর আত্মত্যাগ মূলত উত্তরবঙ্গ ও কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

নব্বইয়ের দশকের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণের ঢেউ বাংলার স্থবির অর্থনীতিতে কোনো প্রাণের সঞ্চার করতে পারেনি। শিল্পহীনতার হাহাকার এবং শিক্ষিত মেধার ভিনরাজ্যে পলায়ন যখন বাংলার রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন পরিবর্তনের এক মিথ্যা আশা নিয়ে ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে বাম-বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত মুখ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু বাংলার মানুষের সেই আস্থার মর্যাদা তিনি এবং তাঁর দল রাখতে চরমভাবে ব্যর্থ হন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই পরিবর্তন কেবল শাসকের রঙের পরিবর্তন, শাসনব্যবস্থার নয়। বরং পূর্ববর্তী সরকারের সমস্ত নেতিবাচক দিকগুলোকে তৃণমূল কংগ্রেস বহুগুণ বৃদ্ধি করে এক ভয়াবহ রূপ প্রদান করে। সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি, ভয়াবহ রাজনৈতিক সহিংসতা, শিক্ষক নিয়োগে নজিরবিহীন দুর্নীতি এবং সীমাহীন স্বজনপোষণ বাংলার সমাজজীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। সবথেকে বিপজ্জনক ছিল তাদের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি, যা রাজ্যের জনবিন্যাসকে পাল্টে দেওয়ার চক্রান্তকে প্রশ্রয় দিয়েছিল এবং সীমান্ত সুরক্ষাকে এক চরম সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

ঠিক এই চরম নৈরাজ্যের অন্ধকারেই আশার আলো হয়ে দেখা দেয় ভারতীয় জনতা পার্টি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে যে বিপুল রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে বাংলার বুকেও। নরেন্দ্র মোদীর সুশাসন, অখণ্ড জাতীয়তাবাদ এবং 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' বা সকলের সার্বিক উন্নয়নের মন্ত্র বাংলার হতাশগ্রস্ত মানুষের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে। এই সময়েই দিলীপ ঘোষের মতো এক লড়াকু এবং মাটির কাছাকাছি থাকা নেতার উত্থান ঘটে। তাঁর অকুতোভয় নেতৃত্ব এবং সংঘের শৃঙ্খলাপরায়ণ সাংগঠনিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বিজেপি বাংলার প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি বুথে নিজেদের সংগঠনকে মজবুত করতে শুরু করে। শাসকদলের শত আক্রমণ, মিথ্যা মামলা এবং রাজনৈতিক হত্যা সত্ত্বেও বিজেপির কর্মীরা পিছু হঠেননি।

বিজেপি এই সময়ে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে বাংলার সামাজিক বুননের প্রতিটি অবহেলিত অংশের কাছে পৌঁছানোর কৌশল গ্রহণ করে। বিরোধী শিবিরের অপপ্রচার ছিল যে বিজেপি একটি 'বহিরাগত' হিন্দিভাষীদের দল। কিন্তু বিজেপি অত্যন্ত সফলভাবে এই মিথ্যা আখ্যানকে চূর্ণ করে নিজেদের 'অবহেলিত হিন্দু বাঙালি এবং সমস্ত বঞ্চিত মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। একদিকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে বাঙালি অস্মিতাকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, অন্যদিকে মতুয়া সম্প্রদায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ এবং জঙ্গলমহলের আদিবাসী জনজাতির দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিজেপি সোচ্চার হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতি বিজেপির দৃঢ় অঙ্গীকার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষের মনে এক নতুন আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

> নব্বইয়ের দশকের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণের ঢেউ বাংলার স্থবির অর্থনীতিতে কোনো প্রাণের সঞ্চার করতে পারেনি। শিল্পহীনতার হাহাকার এবং শিক্ষিত মেধার ভিনরাজ্যে পলায়ন যখন বাংলার রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন পরিবর্তনের এক মিথ্যা আশা নিয়ে ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে বাম-বিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত মুখ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু বাংলার মানুষের সেই আস্থার মর্যাদা তিনি এবং তাঁর দল রাখতে চরমভাবে ব্যর্থ হন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই পরিবর্তন কেবল শাসকের রঙের পরিবর্তন, শাসনব্যবস্থার নয়। বরং পূর্ববর্তী সরকারের সমস্ত নেতিবাচক দিকগুলোকে তৃণমূল কংগ্রেস বহুগুণ বৃদ্ধি করে এক ভয়াবহ রূপ প্রদান করে। সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি, ভয়াবহ রাজনৈতিক সহিংসতা, শিক্ষক নিয়োগে নজিরবিহীন দুর্নীতি এবং সীমাহীন স্বজনপোষণ বাংলার সমাজজীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। সবথেকে বিপজ্জনক ছিল তাদের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি, যা রাজ্যের জনবিন্যাসকে পাল্টে দেওয়ার চক্রান্তকে প্রশ্রয় দিয়েছিল এবং সীমান্ত সুরক্ষাকে এক চরম সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ঠিক এই চরম নৈরাজ্যের অন্ধকারেই আশার আলো হয়ে দেখা দেয় ভারতীয় জনতা পার্টি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে যে বিপুল রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে বাংলার বুকেও। নরেন্দ্র মোদীর সুশাসন, অখণ্ড জাতীয়তাবাদ এবং 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' বা সকলের সার্বিক উন্নয়নের মন্ত্র বাংলার হতাশগ্রস্ত মানুষের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে।

বিজেপি বাংলার মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা কখনোই সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল এক অখণ্ড, শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভর ভারতেরই প্রতিচ্ছবি।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন ছিল এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। যদিও সেই নির্বাচনে বিজেপি সরকার গঠন করতে পারেনি, কিন্তু তারা বাংলার প্রধান এবং একমাত্র বিরোধী শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। এই নির্বাচন প্রমাণ করেছিল যে, শুধু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করে আঞ্চলিক নির্বাচনে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করা কঠিন; এর জন্য প্রয়োজন এক অত্যন্ত শক্তিশালী, জনপ্রিয় এবং জনভিত্তি সম্পন্ন স্থানীয় নেতৃত্ব। আর ঠিক এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের মুহূর্তেই শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর মতো এক সুদক্ষ সংগঠক এবং গণনেতার বিজেপিতে যোগদান সমগ্র রাজনৈতিক সমীকরণকে বদলে দেয়।

নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসের স্বৈরতান্ত্রিক পরিবারতন্ত্র এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠে বিজেপির পতাকাতলে শামিল হন। তাঁর এই পদক্ষেপ ছিল বাংলার রাজনীতিতে এক ভূমিকম্পের সমতুল্য। তিনি কেবল নিজের বিশাল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতাই বিজেপিতে নিয়ে আসেননি, বরং তিনি গ্রামীণ বাংলার নাড়ির স্পন্দন বুঝতে পেরে সেই অনুযায়ী দলের রণনীতি নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি শাসকদলের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলোতে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়। ২০২১-এ নন্দীগ্রামে খোদ তৃণমূল নেত্রীকে পরাজিত করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, প্রকৃত জননেতার কাছে কোনো অপশক্তিই অপরাজেয় নয়।শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি বিজেপির এই নতুন উত্থানে আরও বহু নেতার অবদান অনস্বীকার্য। যেমন, অগ্নিমিত্রা পল, রূপা গাঙ্গুলী, লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তৃণমূল আমলে মহিলাদের ওপর হওয়া ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এনাদের আপসহীন সংগ্রাম নারীশক্তিকে জাগ্রত করেছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে উঠে আসা তরুণ তুর্কি নেতা নিশীথ প্রামাণিক রাজ্যের যুবসমাজ এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গ বিজেপির এক অভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। আবার জঙ্গলমহলের বুকে খুদিরাম টুডুর মতো মাটির কাছাকাছি থাকা আদিবাসী নেতাদের সামনে তুলে এনে বিজেপি প্রমাণ করেছে যে, প্রান্তিক জনজাতির প্রকৃত ক্ষমতায়ন কেবল তাদের দলেই সম্ভব।

২০২৬ সালের নির্বাচনে বিজেপির এই নিরঙ্কুশ জয় তাই বহু বছরের রাজনৈতিক তপস্যা, সঠিক রণনীতি এবং জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের এক সুসমন্বিত বিস্ফোরণ। শিক্ষক নিয়োগে শতাব্দীর ভয়ংকরতম কেলেঙ্কারি, যেখানে মেধার পরিবর্তে টাকার বিনিময়ে অযোগ্যদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল, তা বাংলার শিক্ষিত যুবসমাজের মনে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, বিজেপি সেই ক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দিয়েছে। নারী নির্যাতন, প্রশাসনিক দলদাসত্ব এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ ব্যালট বাক্সে নীরব কিন্তু ভয়ংকর বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

তবে, শাসক হিসেবে বিজেপির সামনে এখন এক বিরাট এবং ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ দণ্ডায়মান। কারণ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্য কোনো সাধারণ রাজ্য নয়। এটি ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী, এটি দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের মূল কেন্দ্র। এখানকার মানুষ অত্যন্ত রাজনীতিসচেতন এবং আবেগপ্রবণ। দীর্ঘদিনের অপশাসনে ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাজ্যের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা, বন্ধ কারখানাগুলোতে পুনরায় উৎপাদন শুরু করা, কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ তৈরি করা এবং সর্বোপরি এক দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়াই এখন শ্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

বিরোধীরা প্রায়শই প্রশ্ন তুলতেন যে, বিজেপি কি বাংলার সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে পারবে, নাকি বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করবে? ২০২৬ সালের এই বিজয় এবং বিজেপির বর্তমান রাজনৈতিক রূপরেখা এই প্রশ্নের এক অকাট্য উত্তর প্রদান করে। বিজেপি প্রমাণ করেছে যে, তারা বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তার বহুত্ববাদ এবং তার মেধার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল সুর কখনোই কোনো আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে মুছে ফেলা নয়, বরং সমস্ত আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে এক সুতোয় গেঁথে এক শক্তিশালী ভারতমাতার মালা তৈরি করা। বাংলার সংস্কৃতি কখনোই বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা বলে না। সুতরাং, বিজেপির এই জয় বাংলার সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে কোনো সংঘাত নয়, বরং এটি এক গভীর সমন্বয় সাধন।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও পশ্চিমবঙ্গের এই পটপরিবর্তন এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। ভারতের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এবং ভূ-রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এই রাজ্যে একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠা দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল। অনুপ্রবেশের মাধ্যমে জনবিন্যাস পরিবর্তনের যে নীরব চক্রান্ত চলছিল, তা প্রতিহত করে জাতীয় নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই জয় এক ঐতিহাসিক মাইলফলক।

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন, ক্ষুরাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করার সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো নিজের চেয়ে অযোগ্য মানুষদের দ্বারা শাসিত হওয়া।ক্ষু বাংলার মানুষ এতকাল সেই শাস্তি ভোগ করেছেন। কিন্তু ২০২৬ সালে তাঁরা সেই অযোগ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং স্বৈরাচারী শক্তির হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেছেন। তবে গণতন্ত্রে কোনো জয়ই শেষ কথা নয়, এটি এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। ভারতীয় জনতা পার্টি খুব ভালো করেই জানে যে, বাংলার মানুষের প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া। ইতিহাস সাক্ষী, বাংলার মানুষ যেমন উজাড় করে সমর্থন করতে জানেন, তেমনি বিশ্বাসঘাতকতা করলে ছুঁড়ে ফেলতেও দ্বিধা করেন না।

তাই ২০২৬ সালের এই সরকার গঠন কেবল ক্ষমতার হাতবদল নয়, এটি হলো ক্ষুসোনার বাংলাক্ষু গড়ার এক পবিত্র শপথ। স্বামী বিবেকানন্দ আহ্বান করেছিলেন, ক্ষুউত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধতক্ষু , অর্থাৎ, ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। ভারতীয় জনতা পার্টি আজ বাংলার মাটিতে সেই জাগরণের শঙ্খধ্বনি করেছে। কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং তৃণমূলের দীর্ঘ অন্ধকারের পর অবশেষে বাংলার আকাশে এক নতুন সূর্যোদয় ঘটেছে। এই সূর্যোদয় উন্নয়নের, এই সূর্যোদয় সুরক্ষার, এই সূর্যোদয় মর্যাদার এবং সর্বোপরি, এই সূর্যোদয় এক অখণ্ড, শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর ভারতের বুকে এক নতুন, প্রাণবন্ত এবং গৌরবোজ্জ্বল পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যাবর্তনের। এই প্রত্যাবর্তনের অন্যতম কান্ডারী বর্তমান বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য এবং রাহুল সিনিয়র মত পরিবর্তনই প্রকৃতির শাশ্বত নিয়ম, আর সেই পরিবর্তনের রথ ধরে বাংলায় আজ জাতীয়তাবাদের যে বিজয়কেতন উড্ডীন হলো, তা আগামী বহু দশক ধরে বাংলার ভবিষ্যৎকে এক সুবর্ণ আলোকবর্তিকার মতো পথ দেখাবে।

সবশেষে না বললেই নয়পশ্চিমবঙ্গের বুকে রাষ্ট্রবাদী রাজনীতির এই ঐতিহাসিক নবজাগরণের গভীরে নিহিত রয়েছে বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং রাহুল সিনহার মতো আদর্শের অতন্দ্র প্রহরীদের কয়েক দশকের নিরলস রাজনৈতিক তপস্যা। চরম প্রতিকূলতা ও রাজনৈতিক অমানিশার দীর্ঘ দুর্দিনে যাঁরা নিজেদের রক্তঘামে দলের মূলগত আদর্শের স্ফুলিঙ্গকে পরম মমতায় প্রজ্বলিত রেখেছিলেন, তাঁদের সেই নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গই আজকের এই যুগান্তকারী বিজয়ের সুদৃঢ় ও অনবদ্য ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করেছে।

চর্চাবাসর ১৪৫

চলা — এটি খাঁটি বাংলা শব্দ (তদ্ভব), যা প্রাকৃতের মাধ্যমে সংস্কৃত থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে Tagoreweb। এর ক্রিয়ামূল বা ধাতু হলো 'চল্' Tagoreweb। এই চল্ ধাতুর সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'চলা' গঠিত হয়েছে Tagoreweb। অর্থ গমন করা, হাঁটা বা যাত্রা করা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পালটাল ছবি, মমতা আউট, শুভেন্দু ইন

মৃণালজিৎ গোস্বামী

রাজ্যের ছবি পাল্টেছে ইতিমধ্যেই, প্রশাসনিক রদ বদলের ছবিও পাল্টাতে শুরু করেছে। মানুষের ভাবনাও পাল্টাচ্ছে 'ভয় আউট, ভরসা ইন' হচ্ছে। তারই মাঝে রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, পৌরসভাগুলিতে 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছবিও পাল্টানো শুরু হল। 'মমতা আউট, শুভেন্দু ইন' বীরভূমে।

রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্নে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কাজকর্ম খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যখন মুখ্য সচিব দুষ্মন্ত নারীয়ালা, স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, রাজ্যের ডিজিপি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করছেন নাগরিকদের নিরাপত্তা, সুশাসন ও সার্বিক উন্নয়ন নীতি করতে তখন বীরভূমে জেলা বিজেপি সভাপতি উদয় ব্যানার্জির নেতৃত্বে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ-সহ সিউড়ি পৌরসভায় পৌঁছে ভারতমাতা, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি করে ছবি তাঁরা লাগান। পাশাপাশি জানানো হয়, 'প্রটোকল অনুযায়ী সরকারি অফিসগুলিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিগুলি অবিলম্বে সরিয়ে নিতে হবে। এবং সেই স্থানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি লাগাতে হবে।' সোমবার সিউড়ি কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতে সিউড়ি পৌরসভা এবং সবশেষে বীরভূম জেলা পরিষদে দলীয় নেতৃবৃন্দ কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে আসেন বিজেপি জেলা সভাপতি। অফিসগুলিতে ভারতমাতা ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী, আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কোথাও আর রাখা যাবে না স্পষ্ট জানিয়ে দেন জেলা বিজেপি সভাপতি। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি অফিসগুলিতে লাগাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা সুশাসন ও সার্বিক উন্নয়ন বজায় রাখতে দায়িত্বশীল স্বচ্ছ জনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করবে।' বীরভূম জেলা পরিষদের কর্মীরাও ভয়কে সরিয়ে ভরসার জায়গায় এসেছেন। মুখ খুলে তাঁরাও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। একইসঙ্গে ছবি পাল্টানোর ক্ষেত্রেও হাত লাগিয়েছেন তাঁরা। অভিযোগ উঠেছে, নির্বাচনী বিধি থাকা সত্ত্বেও জেলা পরিষদে মমতার ছবি বিভিন্ন ঘর থেকে সরানো হয়নি। তবে আজ সরে গেল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি, বসল ভারতমাতার ছবি, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। একই ছবি সিউড়ি পৌরসভায়। চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি নেতৃবৃন্দ তাকে আগে জানালে তিনি উপস্থিত থাকতেন। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছবি সরানো হয়েছে, নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ছবি শীঘ্রই বসানো হবে। ভারত মাতা ও দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবি ইতিমধ্যেই লাগানো হয়েছে পৌরসভায়। সিউড়ি দু'নম্বর ব্লক বিজেপি কার্যকর্তাদের উদ্যোগে সিউড়ি দু'নম্বর ব্লকে ভারতমাতা ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগানোর পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছবি সরিয়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগানোর সঙ্গে বিডিও সাহেবের সঙ্গেও দেখা করে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুপারি কিলার দিয়ে শ্বশুরকে খুন করল জামাই, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: সুপারি কিলার দিয়ে শ্বশুরকে খুন করার অভিযোগ উঠল জামাইয়ের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আটক ২ জন। মৃত শ্বশুরের নাম কাজী মোজাফফার আহমেদ (৪৯)। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমা বাদুড়িয়া থানা এলাকার তেতুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। রবিবার রাতে তেতুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ভাটার রাস্তায় কাজী মোজাফফার আহমেদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পাশাপাশি সেখান থেকে মৃত ব্যক্তির বাইক এবং একটি চার চাকার গাড়ি উদ্ধার করে পুলিশ।

জানা যায়, মৃত কাজী মোজাফফার আহমেদ মেয়ের সাথে স্বরূপনগর থানা এলাকার বাঁকড়ার বাসিন্দা শামীম গাজীর সঙ্গে বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পর শামীম গাজীর সঙ্গে মৃত কাজী মোজাফফার আহমেদের মেয়ের সঙ্গে সাংসারিক অশান্তি লেগেই থাকতো। এই নিয়ে বহুবার মীমাংসা করার চেষ্টা করলেও, কোন সমাধান না হওয়ায় কাজী মোজাফফার আহমেদ তাঁর মেয়েকে নিয়ে নিজের বাড়িতে রাখে। এরপর বেশ কয়েকবার শ্বশুর এবং জামাইয়ের মধ্যে গন্ডগোল হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রবিবার রাতে কাজী মোজাফফার আহমেদ মোটরসাইকেল নিয়ে তেতুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন ভাটার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় সেখানকার রাত প্রহরীরা দেখতে পান কাজী মোজাফফার আহমেদকে জোর করে বাইকের থেকে নামিয়ে চার চাকার গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে কয়েকজন। সেই রাত প্রহরী তখন তড়িঘড়ি এলাকার মানুষকে খবর দেয়। এলাকার মানুষ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখে কাজী মোজাফফার আহমেদ চার চাকার গাড়ির পাশে পড়ে আছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের দাবি, গলা টিপে শ্বাসরোধ করে, ফোন করে, তার মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে। যাতে খ ুনের মোটিভ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এলাকার মানুষ দেখে ফেলায় তা আর সম্ভব হয়নি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান জামাই দু'জন সুপারি কিলার দিয়ে শ্বশুরকে খুন করিয়েছে এবং নিজেও ঘটনাস্থলে ছিল। ঘটনায় মৃতের জামাই শামীম গাজী-সহ মোট ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ।

হোটেল কর্মীদের মারধর ও লুঠপাট, অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সোমবার বিকেলে সিটি সেন্টারে একটি নামী হোটেল চত্বরে কার্যত তাণ্ডব চালালো একদল দুষ্কৃতী। অভিযোগের তির স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের দিকে। হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী, এই হামলায় বাদ যাননি কেউই। এমনকি মহিলা কর্মীদের শ্লীলতাহানি এবং হোটেল থেকে লক্ষাধিক টাকা ও সিসিটিভি-র হার্ড ড্রাইভ লুটের অভিযোগও উঠেছে। অতর্কিতে হামলার পর হোটেল 'পার্ক প্রাইম'-এর জেনারেল ম্যানেজার তুহিনশুভ্র পালের দাবি, সোমবার বিকালে হোটেলের একটি হলে যখন কর্মীরা মাসিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনই অতর্কিতে জনা চল্লিশের একটি দল ভেতরে ঢোকে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল তারা হয়তো অতিথি হিসেবে খেতে এসেছেন। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হয় অবাধ ভাঙচুর ও মারধর।

আক্রান্ত ম্যানেজারের বয়ান অনুযায়ী, হামলাকারীরা বারবার 'বিজেপি'-র পরিচয় দিচ্ছিল। তিনি বলেন, 'ওরা আসতেই আমি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে ফোন করি। নেত্রী মণীষা মাইতি আমাকে জানান, দল থেকে এমন কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। পুলিশ আসার আগেই ওরা হোটেলের কর্মীদের নির্বিচারে মারতে শুরু করে। আমার কানের পর্দা ফেটে গিয়েছে, গায়ে রক্তের দাগ স্পষ্ট।' এই ঘটনায় সরাসরি নিশানায় প্রাক্তন এক লিজ হোল্ডারের নাম উঠে আসে। এই ঘটনার সময় তিনি আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার মূলে রাজনৈতিক রেষারেষি নাকি অন্য কোনো ব্যবসায়িক বিবাদ, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, মিতা মাহাতো নামে এক বিজেপি নেত্রী (যিনি আগে এই হোটেলের ইজারাগ্রহীতা ছিলেন) এই হামলার নেপথ্যে রয়েছেন। তাঁর নির্দেশেই নাকি এই তাণ্ডব চলেছে। যদিও অভিযুক্ত পক্ষের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মাতৃদিবসে মানবিকতা, ৫০০ জনকে বস্ত্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মাতৃ দিবস শুধু আবেগের দিন নয়, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতারও দিন, এই বার্তাকেই সামনে রেখে এক অনন্য সামাজিক উদ্যোগের সাক্ষী থাকল হাওড়ার জগাছা। নিজের মায়ের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে এদিন প্রায় ৫০০ জন দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন কল্যাণী রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কর্ণধার সুব্রত রায়। আর সেই উদ্যোগ ঘিরেই রবিবার উন্সানি এলাকায় তৈরি হয় এক মানবিক আবহ। স্থানীয় উন্সানি যুবক বৃন্দ ক্লাবের উদ্যোগে এবং কল্যাণী রায় মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচি ঘিরে সকাল থেকেই উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বাবা পঞ্চানন্দ ও রক্ষাকালী মাতার পুজো উপলক্ষে ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় এই বিশেষ বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান। উৎসবের আনন্দ যেন শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং সমাজের প্রান্তিক মানুষও সেই আনন্দে সামিল হতে পারেন, এই ভাবনাকেই বাস্তব রূপ দেন সুব্রত রায়। তাঁর কথায়, 'মায়ের আশীর্বাদই জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজকর্মী।

লুপ্তপ্রায় তড়িতাহত হাঁড়িচাচা বাঁচিয়ে মন জয় আপনভোলা হিরুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: এ এক গুরু গম্ভীর আবহে মন ভালো করা ছবি। আপনভোলা হিরুর চেষ্টায় প্রাণ ফিরে পেল তড়িতাহত একটি লুপ্তপ্রায় হাঁড়িচাচা পাখি। আর তার ঘণ্টাখানেকের পর যখন পাখিটি আকাশে উড়ে গেল আপনভোলা যুবক হিরুর সে আনন্দ দেখে কে! 'ও ভালো হয়ে গেছে, ও ভালো হয়ে গেছে' বলে দুহাত তুলে নৃত্য দেখল এলাকার মানুষ। ঘটনাটি হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাইনান ষষ্ঠীতলায়। সোমবার বেলা দশটা নাগাদ বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে তড়িতাহত হয় একটি হাঁড়িচাচা পাখি। তাদের নিচেই পড়ে সে চুপ করে যায়। অনেকে ভেবেছিল মারা গেছে। বিষয়টি দেখতে পায় আপনভোলা হিরু। এলাকায় হিরু নামেই পরিচিত সে। এর ওর ফাই ফরমাশ খাটে। মনের আনন্দে গান গায় আবার কারো খারাপ খবর পেলে মন খারাপ করে সকলের সঙ্গে ভাগ করেও নেয়। এলাকার মানুষ বেশ ভালোবাসে তাকে। এদিন পাখিটি আহত হয়ে যখন পড়ে আছে মাটিতে, পথ চলতি মানুষ যখন সবাই এড়িয়ে যাচ্ছে, তখন বিষয়টা দেখতে পেয়ে আপনভোলা হিরু ছুটে আসে এবং তাকে প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় জল দিয়ে বাতাস করে সুস্থ করে। এরপর নিজে থেকেই হাঁড়িচাচা পাখিটা উড়ে যায়। আশপাশের লোকজন বিষয়টা দেখতে থাকে। পাখি উড়ে যাওয়ার আনন্দে হিরুর সে-কি আনন্দ। দু'হাত তুলে নাচতে থাকে সে। এরপর নিজের মনেই গাইতে থাকে 'পাখিটার বুকে যেন তীর মেরো না।'

খোট্টাডিহিতে তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: রবিবার রাতে পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত জামুড়িয়া বিধানসভার শ্যামলা অঞ্চলের খোট্টাডিহি গ্রামে তৃণমূল নেতাকর্মীদের বাড়িতে হামলা হয় বলে অভিযোগ তৃণমূলের। আর সেই খবর পেয়ে সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব হাজরা। জামুড়িয়া মণ্ডল ২ এর বিজেপি নেতৃত্বকে সাথে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটি বাড়িতে যান এবং তাদের সাথে কথা বলেন, তাদেরকে আশ্বাস দেন যে এরপর আর কোনরকম অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা হবে না। এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত তৃণমূল কর্মীরা জানান, তাদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে তৃণমূল ও সিপিএম থেকে আসা নতুন মুখোশ পরা সদ্য বিজেপি। এ ব্যাপারে বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব হাজরা বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলে আশ্বাস দেন যারা বাড়ি ছেড়ে বাইরে আছে। তারা যেন বাড়িতে আসে এবং ভয়ের কোন কারণ নেই প্রশাসন সবসময় সজাগ আছে কোন অপরিচিত ঘটনা ঘটলে খবর পাওয়া মাত্রই প্রশাসন পৌঁছাবে ঘটনাস্থলে।

SBI এসবিআই গোসানিমারি শাখা (৭০০০)
গোসানিমারি, দিনহাটা রোড, দিনহাটা-I ব্লক কোচবিহার
পিনকোড : ৭৩৬১৪৫ ইমেল : sbi.07000@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই গোসানিমারি শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২০.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ১৮.১৭ গ্রাম নিট ওজন ১৬.১০ গ্রাম	১টি চেন ৬টি কানের দুল

তারিখ: ১২.০৫.২০২৬ স্থান: গোসানিমারি
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই গোসানিমারি শাখা

SBI এসবিআই গোসানিমারি শাখা (৭০০০)
গোসানিমারি, দিনহাটা রোড, দিনহাটা-I ব্লক কোচবিহার
পিনকোড : ৭৩৬১৪৫ ইমেল : sbi.07000@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই গোসানিমারি শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২০.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ১৩.০৬ গ্রাম নিট ওজন ১১.৬০ গ্রাম	১টি চেন লকেট সহ ২টি কানের দুল ২টি পাত

তারিখ: ১২.০৫.২০২৬ স্থান: গোসানিমারি
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই গোসানিমারি শাখা

SBI এসবিআই গোসানিমারি শাখা (৭০০০)
গোসানিমারি, দিনহাটা রোড, দিনহাটা-I ব্লক কোচবিহার
পিনকোড : ৭৩৬১৪৫ ইমেল : sbi.07000@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই গোসানিমারি শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২০.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ৩৪.৭৭ গ্রাম নিট ওজন ৩০.১০ গ্রাম	১টি চেন ৬টি কানের দুল ৩টি আংটি ৪টি পাত

তারিখ: ১২.০৫.২০২৬ স্থান: গোসানিমারি
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই গোসানিমারি শাখা

SBI এসবিআই গোসানিমারি শাখা (৭০০০)
গোসানিমারি, দিনহাটা রোড, দিনহাটা-I ব্লক কোচবিহার
পিনকোড : ৭৩৬১৪৫ ইমেল : sbi.07000@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই গোসানিমারি শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২০.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ২১.৮৮ গ্রাম নিট ওজন ১৯.৪০ গ্রাম	২টি চেন ২টি কানের দুল ১টি আংটি ১টি লকেট

তারিখ: ১২.০৫.২০২৬ স্থান: গোসানিমারি
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই গোসানিমারি শাখা

SBI এসবিআই দুর্গানগর শাখা (১৭৩৬৪)
১৮, মহাজাতি রোড, পো - ইটাইগাছা
কলকাতা - ৭০০০৭৯
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই দুর্গানগর শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২০.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১৪.৯৪০ গ্রাম নিট ওজন ১০.৫০০ গ্রাম	১টি নেকলেস

তারিখ: ১২.০৫.২০২৬ স্থান: দুর্গানগর
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই দুর্গানগর শাখা

SBI এসবিআই গোসানিমারি শাখা (৭০০০)
গোসানিমারি, দিনহাটা রোড, দিনহাটা-I ব্লক কোচবিহার
পিনকোড : ৭৩৬১৪৫ ইমেল : sbi.07000@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই গোসানিমারি শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২০.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ১৬.৩৫ গ্রাম নিট ওজন ১৪.৫৫ গ্রাম	২টি চেন ২টি কানের দুল ১টি আংটি

তারিখ: ১২.০৫.২০২৬ স্থান: গোসানিমারি
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই গোসানিমারি শাখা

SBI স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর, কোড নং ১৫৩৪২
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪
ভেহিকেল নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম পঙ্কজ কুমার ঋষি, ই-মেইল আইডি sbi.15342@sbi.co.in, মোবাইল নং ৮৪২০০৯০৭১৭

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৯.০৫.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি দরের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ।
পরিদর্শনের তারিখ : ২৫.০৫.২০২৬ স্থান : বেঙ্গল পার্কিং, ময়না, বারাসত

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদারদের (গণ) বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত পাওনাদার) যেটির প্রকৃত দখল নিয়েছেন তা ২৯.০৫.২০২৬ তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ

রুমি মিত্র, এ/সি নং ৪৩৩৯১৭৭৩৬৫৫। বকেয়া পরিমাণ : **১৫,১৯,৮৫৯.০০ টাকা ৩০.০৩.২০২৬ অনুযায়ী এবং সুদ।** সংরক্ষিত মূল্য : ৯,৪৮,০০০.০০ টাকা। বায়না জমা : (ইএমডি) : ৯৪,৮০০.০০ টাকা। বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।
গাড়ির বিস্তারিত : হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেড। পেট্রোল ধরনের, রেজি নং : **WB52BQ0979,** রেজি তারিখ : ০৪.১০.২০২৪, চেসিস নং : **MALPC812LRM058764,** ইঞ্জিন নং : **G4FLRV841661,** তৈরি বর্ষ : ২০২৪।

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https//BAANKNET.com
খ) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর সাথে রক্ষিত তাদের দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের অনেক আগে NEFT/RTGS স্থানান্তরের মাধ্যমে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য দয়া করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন।

তারিখ : ১২.০৫.২০২৬ স্থান : বিধাননগর
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই, এইচএলসি বিধাননগর

SBI এসবিআই গোসানিমারি শাখা (৭০০০)
গোসানিমারি, দিনহাটা রোড, দিনহাটা-I ব্লক কোচবিহার
পিনকোড : ৭৩৬১৪৫ ইমেল : sbi.07000@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই গোসানিমারি শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২০.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ২৩.৫২ গ্রাম নিট ওজন ২১.০০ গ্রাম	২টি চেন ভাঙা ৪টি কানের দুল ১টি আংটি ভাঙা

তারিখ: ১২.০৫.২০২৬ স্থান: গোসানিমারি
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই গোসানিমারি শাখা

SBI এসবিআই গোসানিমারি শাখা (৭০০০)
গোসানিমারি, দিনহাটা রোড, দিনহাটা-I ব্লক কোচবিহার
পিনকোড : ৭৩৬১৪৫ ইমেল : sbi.07000@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই গোসানিমারি শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২০.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ১৩.৩৩ গ্রাম নিট ওজন ১২.৫০ গ্রাম	১টি চেন ২টি কানের দুল ২টি আংটি

তারিখ: ১২.০৫.২০২৬ স্থান: গোসানিমারি
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই গোসানিমারি শাখা

SBI এসবিআই গোসানিমারি শাখা (৭০০০)
গোসানিমারি, দিনহাটা রোড, দিনহাটা-I ব্লক কোচবিহার
পিনকোড : ৭৩৬১৪৫ ইমেল : sbi.07000@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই গোসানিমারি শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২০.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ৫০.৭১ গ্রাম নিট ওজন ৪৫.৪০ গ্রাম	১টি নেকলেস ১টি চেন ১৬টি কানের দুল ৬টি আংটি

তারিখ: ১২.০৫.২০২৬ স্থান: গোসানিমারি
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই গোসানিমারি শাখা

SBI এসবিআই গোসানিমারি শাখা (৭০০০)
গোসানিমারি, দিনহাটা রোড, দিনহাটা-I ব্লক কোচবিহার
পিনকোড : ৭৩৬১৪৫ ইমেল : sbi.07000@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই গোসানিমারি শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২০.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ৪১.৬৪ গ্রাম নিট ওজন ৩৭.৩০ গ্রাম	৩টি নেকলেস এবং চেন ১টি কানের দুল ৩টি আংটি ভাঙা

তারিখ: ১২.০৫.২০২৬ স্থান: গোসানিমারি
অনুমোদিত অফিসার এসবিআই গোসানিমারি শাখা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

এ/সি মেসার্স পাল টেক্সটাইলস, পাইকপাড়া শাখা এর বন্ধকদত্ত সম্পত্তি থেকে দ্রব্যাদি অপসারণের নোটিশ

তারিখ : ১২.০৫২০২৬

আমরা **শ্রীমতি ব্রততী পাল,** স্বামী শ্রী কুন্তল পাল অবস্থিত মৌজা -আড়িয়াদহ-কামারহাটি, জেএল নং ১, আরএস নং ১২, তৌজি নং ১৭৩, কালেক্টরেট উত্তর ২৪ পরগনা, সাবেক খতিয়ান নং ১১৯৫, আরএস খতিয়ান নং ৩০২৮, আরএস দাগ নং ৩৩৭৪, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং ১০৪৯, প্রেমিসেস নং ৬৪, শিবপদ পাল পল্লি, থানা : বেলঘড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০০২ সালের (নং ২- ২০০২ সালের) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল অধীনে **৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে শ্রী কুন্তল বোস (ডব্লুবিসিএস(এগজি), এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট,** অফিস সাব ডিভিশনাল অফিসার বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা উক্ত আইন অধীনে উক্ত সম্পত্তি দখলীস্বত্বা গ্রহণের পর ক্রম নং কিছু গৃহে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি/পণ্য ভবনের বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রেমিসেসের খালি জায়গায় রাখা মালিক শ্রীমতি ব্রততী পাল কর্তৃক যথা সময়ে তা অপ্রসারণের কথা। কিন্তু মালিক সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত নোটিশের পরও অপসারণে ব্যর্থ হয়েছেন।

"সংশ্লিষ্ট টিএসএ ১৬৮/২৬ এর জন্য ০৫.০২.২০২৬ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক এবং সংযুক্ত আইএএস, সংবাদপত্রে প্রকাশনার দ্বারা **মেসার্স পাল টেক্সটাইলস,** কে বন্ধকদত্ত সম্পত্তিতে পড়ে থাকা দ্রব্যাদি অপসারণের জন্য সতর্ককা সত্ত্বেও তা অপসারিত হয়নি অতএব ব্যাঙ্ক আইন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করতে পারে।

উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী অনুগ্রহ করে এই সতর্কীকরণ চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বন্ধকদত্ত সম্পত্তি থেকে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে অপসারণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক পরবর্তীতে কোনও নোটিশ ব্যতীতই বকেয়া ঋণের অংশ উশুলের জন্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রি করতে বাধ্য হবে।

শাখা প্রবন্ধক
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাইকপাড়া শাখা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট ৪ দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৯.১২.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ : (১) শ্রীমতী রাখী দাস,** স্বামী শুভ্রজিৎ দাস, **(ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তল, পারুল নিবাস, ১২১, হরকালী কলোনি, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০০৭৪, **আরও ঠিকানা :** ১/৫, এস এইচ কে বি সরণি, দক্ষিণ দমদম, পোস্ট অফিস : মতিঝিল, কলকাতা - ৭০০০৭৪, **(২) শ্রী শুভ্রজিৎ দাস,** পিতা প্রয়াত ইন্দ্রজিৎ দাস **(ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তল, পারুল নিবাস, ১২১, হরকালী কলোনি, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০০৭৪, **আরও ঠিকানা :** ১/৫, এস এইচ কে বি সরণি, দক্ষিণ দমদম, পোস্ট অফিস : মতিঝিল, কলকাতা - ৭০০০৭৪, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট **এ জে সি বোস রোড শাখা, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৮,৩৬,৬৯০.০০ টাকা** (আঠাশ লাখ ছত্রিশ হাজার ছশো নব্বই টাকা) **১৮.১২.২০২৫ অনুযায়ী** উক্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৬ মে ২০২৬ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **২৮,৩৬,৬৯০.০০ টাকা** (আঠাশ লাখ ছত্রিশ হাজার ছশো নব্বই টাকা) **১৮.১২.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট চতুর্থতলে, উল্লেখ্য ফ্ল্যাট নং ৩এ, পরিমাপ আনুমানিক ৭৮৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি (ঢাকা এরিয়া এবং যথায়ত ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা এলাকার) , ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা কিচেন, ১ বাথ এবং প্রিভি, ১ ব্যালকনি এবং সকলের ব্যবহারের অংশ সমন্বিত হোল্ডিং নং ৯১(পুরানো), ১২১ (নতুন) হরকালি কলোনি, থানা : দমদম , কলকাতা - ৭০০০৭৪, ওয়ার্ড নং ১৫, দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **পরিচিত পারুল নিবাস নামে সম্পত্তি রাখী দাস এবং সুভ্রজিৎ দাস এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :(দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : পুরসভা নিকাশি। দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া কলোনি রোড। পূর্বে : সমীর মিত্র এর ভবন। পশ্চিমে : ছায়া নীর অ্যাপার্টমেন্ট।

তারিখ : ০৬.০৫.২০২৬ **স্থান : কলকাতা**
অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রাজনীতির পালাবদলের ছবি শিক্ষাঙ্গনেও

তৃণমূলের থেকে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ দখলমুক্ত করল এবিভিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্যে পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে এবার নদিয়ার নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ তৃণমূলের কাছ থেকে দখলমুক্ত করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। সোমবার নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ চত্বর হয়ে ওঠে গেরুয়াময়। এতদিন ধরে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সোমবার গোটা কলেজ চত্বরে ছিল এবিভিপি'র পতাকা, সেই সঙ্গে স্লোগান। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে কোনরকম নেশা বরদাস্ত

করা হবে না। সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের সমস্ত কিছুই থাকবে অব্যাহত। রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছবি সরিয়ে বিদ্যা দেবী সরস্বতী এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সহ মনীষীদের ছবি রাখার সিদ্ধান্ত এবিভিপি কার্যকর্তাদের। শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই একমাত্র লক্ষ্য এবিভিপি'র। আর তাই এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কাছ থেকে দখলমুক্ত করে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে। যদিও এবিষয়ে রাজ্য এবিভিপির যুগ্ম সম্পাদক শুভ সাহা জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে প্রথমে ডিওয়াইএফআই, তারপরে ছাত্র পরিষদ এরপরে আসে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। এরা সকলে মিলে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজকে আঁকড়ে ধরে বসেছিল। শিক্ষার পরিবেশকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। শিক্ষাঙ্গনে মদ, গাঁজার আসর বসিয়েছিল তারা। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম পাঠনের বিষয় হস্তক্ষেপ করা হতো। সেই সমস্ত পরিবেশ থেকে আজ বিদ্যাসাগর কলেজকে মুক্ত করা হল। কলেজ চত্বরে কোনও রাজনীতি থাকবে না। পঠনপাঠন এর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের উন্মুক্ত পরিবেশে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হল নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে।'

পতাকা নয়, পরিষেবাই অগ্রাধিকার! তালাবন্ধ পঞ্চায়েত খুলে 'নতুন বার্তা' বিজেপির

দেবাশিস দে

বারুইপুর: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক এলাকায় পঞ্চায়েত পরিষেবা কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই আবহেই বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী ছবি। রাজনৈতিক দখলদারিত্বের বদলে সাধারণ মানুষের পরিষেবাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে দীর্ঘদিন তালাবন্ধ থাকা পঞ্চায়েত খুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিল বিজেপি নেতৃত্ব। আর সেই উদ্যোগের সামনেই সরিয়ে ফেলা হল পঞ্চায়েত ভবনের সামনে লাগানো বিজেপির দলীয় পতাকাও। সোমবার সকালে কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছন বারুইপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ পাল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলীয় কর্মী-সমর্থক, পঞ্চায়েত কর্মচারী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রথমেই পঞ্চায়েত ভবনের সামনে লাগানো বিজেপির পতাকা খুলে ফেলা হয়। এরপর খুলে দেওয়া হয় দীর্ঘদিনের তালাবন্ধ পঞ্চায়েত অফিস। ভিতরে ঢুকে পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করার নির্দেশও দেন তিনি। স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্বাচনের সময় প্রশাসনিক কাজে কর্মীদের ব্যবহার করার কারণে বহু পঞ্চায়েতে পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু ভোট মিটে যাওয়ার পরও বেশ কিছু জায়গায় তালা খোলেনি। ফলে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র, আবাস যোজনা, বার্ধক্য ভাতা, রেশন ও পানীয় জলের মতো অত্যাবশ্যক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতেই বিজেপির তরফে 'রাজনীতির বদলে পরিষেবা'কে সামনে রেখে নেওয়া হয় এই পদক্ষেপ। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, পঞ্চায়েত কোনও রাজনৈতিক দলের কার্যালয় নয়, এটি সাধারণ মানুষের পরিষেবা কেন্দ্র। তাই সেখানে দলীয় পতাকার চেয়ে মানুষের প্রয়োজনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বজিৎ পাল বলেন, 'নির্বাচনের সময় প্রশাসনিক কারণে পরিষেবা বন্ধ ছিল। কিন্তু এখন সাধারণ মানুষকে পরিষেবা ফিরিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে জরুরি। তাই আজ পঞ্চায়েত খুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই মানুষ নির্বিঘ্নে সরকারি সুবিধা পাক।'

তিনি আরও বলেন, 'পঞ্চায়েত মানুষের, কোনও দলের নয়। সেই কারণেই আমাদের দলীয় পতাকাও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তনের পরে মানুষ নতুন আশার আলো দেখছে। সেই আনন্দেই আজ কর্মী, পঞ্চায়েত কর্মচারী ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে মিষ্টিমুখ করা হয়েছে।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহে কল্যাণপুরের এই ছবি তাই 'নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি'র ইঙ্গিত বলেই মনে করছে একাংশ।

আরামবাগ হাইস্কুলে সংবর্ধনা বিধায়ক হেমন্ত বাগকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সোমবার সংবর্ধিত হলেন আরামবাগ বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ। স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মী ও বহু ছাত্রছাত্রী। ফুলের তোড়া, উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে বিধায়ককে বরণ করে নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক নবনির্বাচিত বিধায়ককে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'আরামবাগ হাইস্কুল দীর্ঘদিন ধরে শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনের সমাজ গঠনের কারিগর। তাই এলাকার জনপ্রতিনিধির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি যোগাযোগ ও মতবিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি, বিধায়ক ভবিষ্যতে স্কুলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্শ্ব শিক্ষক ভবানী প্রসাদ দাস বলেন, 'আরামবাগ হাইস্কুলের সঙ্গে এলাকার মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। এখান থেকে বহু কৃতী ছাত্রছাত্রী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমরা চাই বর্তমান প্রজন্মও সঠিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ নিয়ে এগিয়ে যাক। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে হেমন্তবাবু শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।' সংবর্ধনা গ্রহণ করে বিধায়ক বলেন, 'আরামবাগ হাইস্কুলে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। এই বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। ছাত্রজীবন থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজকে পথ দেখায়। আজ আমাকে যে সম্মান জানানো হয়েছে, তার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আরামবাগের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে আমি সর্বদা পাশে থাকব।' ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তোমরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও সৎ পথে চলার মধ্য দিয়েই জীবনে সফল হতে হবে। মোবাইল ও সামাজিক মাধ্যমের অপব্যবহার থেকে দূরে থেকে শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মান করে এগিয়ে গেলে জীবনে অবশ্যই সফলতা আসবে।'

ভিন রাজ্যে নাগরদোলার ব্যবসা করতে গিয়ে খুন কালনার বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মেলায় নাগরদোলার ব্যবসা করতে গিয়ে ভিন রাজ্যে খুন হলেন কালনার এক ব্যবসায়ী। মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে ব্যবসা সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে পরিবারের অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে কালনার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামসুন্দরপাড়ায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মৃতের নাম অভিজিৎ কর। পরিবারের দাবি, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে অমরাবতীতে তাঁর পেটে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরদিন সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের ছেলে শ্রবণ কর জানান, 'গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁর বাবা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নাগরদোলার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।' পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অমরাবতীর একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি চলছিল। সেই সময়ই এই হামলার ঘটনা ঘটে। শ্রবণ করের অভিযোগ, ব্যবসার পার্টনারদের সঙ্গে আর্থিক হিসাবনিকাশ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল। তাঁদের অনুমান, সেই বিরোধের জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার পর মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার অভিজিৎ করের দেহ কালনায় আনা হয় রাতে। দেহ গ্রামে পৌঁছাতেই গোটা গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ইন্দো-বঙ্গ সীমান্তে অরক্ষিত জায়গায় কড়া নজর

বিএসএফ ও বসিরহাট পুলিশের জরুরি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণার পরপরই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া নজরদারি ও তার কাঁটার বেড়ার জন্য জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিএসএফের সঙ্গে জরুরী বৈঠক সারলেন বসিরহাটের পুলিশ সুপার। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থেকে হিঙ্গলগঞ্জের চার নম্বর সামশেরনগরের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে করেন বিএসএফ-এর আধিকারিক ও পুলিশ সুপার।

স্বরূপনগরের হাকিমপুর থেকে হিঙ্গলগঞ্জের ৪ নম্বরে সামশেরনগর পর্যন্ত মোট ৯৬ কিলোমিটার সীমান্ত। তার মধ্যে স্থল সীমান্ত ৪৬ কিলোমিটার। জল সীমান্ত ৫০ কিলোমিটার। সীমান্তের মধ্যে অসুরক্ষিত অর্থাৎ কাঁটাতারবিহীন স্বরূপনগরের তারালি, নিত্যানন্দকাঠি-সহ প্রায় ২০ কিলোমিটার অংশ। ২৫ কিলোমিটার কাঁটা তার যুক্ত বেড়া রয়েছে। এদিন বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকানন্দ ভাওয়াল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বিএসএফ আধিকারিকদের নিয়ে সীমানা পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি অসুরক্ষিত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যেখানে কাঁটাতার নেই, সেই জায়গাগুলো লিপিবদ্ধ করেন এবং বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।

পূর্বস্থলী দক্ষিণে পঞ্চায়েত পরিষেবায় নয়া বার্তা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটের ফল প্রকাশের পর একাধিক পঞ্চায়েতে তালা ঝোলানো নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে সোমবার পূর্বস্থলী দক্ষিণের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার নিজে উপস্থিত থেকে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নাদনঘাট, সমুদ্রগড় ও নশরতপুর পঞ্চায়েতের তালা খুলে দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরে কয়েকটি পঞ্চায়েতে স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছিল। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজকর্মে সমস্যার মুখে পড়ছিলেন। এদিন পঞ্চায়েতগুলিতে গিয়ে প্রাণকৃষ্ণ তপাদার প্রশাসনিক পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করার বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত মানুষের জন্য। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে সাধারণ মানুষের পরিষেবা বন্ধ রাখা কোনওভাবেই কাম্য নয়। মানুষের স্বার্থে পঞ্চায়েতের দরজা খোলা থাকবে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখতে যা যা প্রয়োজন, তা করা হবে।' এদিন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের আশা, এর ফলে এলাকার নাগরিক পরিষেবা ফের আগের ছন্দে ফিরবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নবনির্বাচিত বিধায়কের এই পদক্ষেপ পূর্বস্থলী দক্ষিণের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা বহন করছে। নসরতপুর পঞ্চায়েতের প্রধান কানন বর্মন জানান,বিধায়ক তাঁকে ফোন করেছিলেন। বলেছেন পঞ্চায়েতে গিয়ে পরিষেবা দিতে। তার এই কাজে ভালো লাগছে।

দুর্গাপুর মডেল আদালতে কর্মবিরতি আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর মহকুমা মডেল আদালতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোমবার থেকে দুই দিনের কর্মবিরতি শুরু করলেন আইনজীবীরা। মঙ্গলবার পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে এই কর্মবিরতি পালিত হচ্ছে। আইনজীবীদের অভিযোগ, আদালতে বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, পাশাপাশি ন্যূনতম পরিষেবারও ঘাটতি রয়েছে। এর জেরে সাধারণ মানুষকে সঠিকভাবে পরিষেবা দিতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের। এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বলেন, '২৮ কোটি টাকার প্রকল্প ৩৮ কোটিতে পৌঁছে গেল।

মাঝের টাকা কোথায় গেল, তার তদন্ত হওয়া দরকার। চেয়ার, এসি-সহ আসবাবপত্র কেনাতেও দুর্নীতি হয়েছে।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রাক্তন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক এবং আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কবি দত্ত এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া উচিত। পাশাপাশি তিনি জানান, আইনজীবীদের দাবি রাজ্য সরকারের নজরে আনা হবে এবং বিষয়টি নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হবে। দুর্গাপুর মহকুমা বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কল্লোল ঘোষ বলেন, 'আইনজীবীদের বসার সঠিক জায়গা নেই। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা চাই দ্রুত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি হোক এবং দাবিগুলি পূরণ করা হোক।'

দ্বিতীয়বারের জন্য বিধায়ক হলেও কৃষিকাজই প্রথম অগ্রাধীকার দিবাকর ঘরামির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। কৃষক পরিবারের সন্তান। সোনামুখী ব্লকের কুরুমপুর গ্রামে বাড়ি। ছোট থেকেই লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবা ও দাদার হাত ধরে জমিতে চাষাবাদ করা। এভাবেই চলত জীবন জীবিকা। ১৯৯৬ সালে যখন তাঁর ১৮ বছর পূর্ণ হয়, তার আগে থেকেই রাজনীতির ময়দানে তার হাতে খড়ি। বিভিন্ন সময়ে বিজেপির বিভিন্ন পদ তিনি সামলেছেন। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে সোনামুখী বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রথমবার ভোটের ময়দানে। তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরাকে ১০৮৮৮ ভোটে হারিয়ে বিধানসভায় পৌঁছায় দিবাকর ঘরামী। পাঁচটা বছর বিধায়ক হয়ে এলাকার মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাওয়া এলাকার মানুষের উন্নয়ন এবং শক্ত হাতে সংগঠনকে সামলানোর জন্য

বিজেপি পুনরায় ২০২৬-এ তার ওপরেই ভরসা করে। ২০২৬-এ ভোটের ময়দানে দাঁড়িয়েও ২৯৪১০ ভোটে তৃণমূল প্রার্থী ডক্টর কল্লোল সাহাকে হারিয়ে আবারও বিধানসভায় অর্থাৎ দ্বিতীয়বারের জন্য বিধায়ক। দিবাকর ঘরামীর দাবি, তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য বিধায়ক হলেও চাষের জমিতে চাষ করার আনন্দ একটা আলাদা অনুভূতি। তাই তিনি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সাইকেলে করে নিজেদের জমিতে গিয়ে ধান, পটল-সহ বিভিন্ন সবজির পরিচর্যা করেন। সঙ্গে আবার দলীয় কাজে ও জনসভায় নিয়োজিত হন। তিনি দাবি করেন, তৃণমূল সরকারের আমলে কৃষকরা বারংবার বঞ্চিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছে কৃষকরা। আলু-সহ বিভিন্ন সবজির দাম সেভাবে পাচ্ছে না কৃষকরা। তবে মানুষের ভালোবাসায় বিপুল ভোটে জয়লাভ করে বিজেপি রাজ্যের মসনদে এসেছে। তিনি মনে করছেন এবার কৃষকদের সেই দুর্দশা দূর হবে। কৃষকদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। তিনি জানান, তিনি আশাবাদী কৃষি সংক্রান্ত যার জ্ঞান রয়েছে, তিনি বিজেপির কৃষি মন্ত্রী হবেন এবং কৃষকদের সমস্যা সমাধান করবেন। পাশাপাশি কেন্দ্রের কৃষকদের যে সমস্ত প্রকল্পগুলি রয়েছে এবার সমস্ত প্রকল্পই চালু হবে। একজন কৃষক হয়ে তিনি জানান, 'বিজেপি সরকার কৃষকদরদী সরকার কৃষকদের পাশে থাকবে তাদের সরকার।'

জঙ্গল থেকে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নিখোঁজ হওয়ার দু'দিন পর জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকের মধ্য রামকৃষ্ণপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মঞ্জুরুল মণ্ডল (৪২)। পেশায় তিনি মৎস্যচাষি বা পুকুর পাহারাদার ছিলেন। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে খবর, গত শুক্রবার রাতে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন মঞ্জুরুল। প্রতিদিনের মতো সেদিনও পুকুর পাহারা দিতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু রাত পেরিয়ে সকাল হলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। এরপর থেকেই পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় তাঁর সন্ধান চালান। আত্মীয়দের বাড়িতে খোঁজ নিয়েও কোনও হদিস না মেলায় এলাকায় উদ্বেগ বাড়তে থাকে। অবশেষে রবিবার সকালে গ্রামেরই একটি জঙ্গলে এক ব্যক্তির নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। পরিবারের সদস্যরা সেখানে গিয়ে দেহটি মঞ্জুরুলের বলে শণাক্ত করেন। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এটি নিছক দুর্ঘটনা, ব্যক্তিগত শত্রুতা নাকি অন্য কিছু, তা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত

মিনাখাঁয় আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত। বিজেপি কর্মীদের হাতে আক্রান্ত তৃণমূল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ বিধানসভায়। এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল জিতলেও আক্রান্ত তৃণমূলই। বিজয় মিছিলের নামে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বাড়িতে লাঠি সোটা নিয়ে ভাঙচুর, মহিলাদের হেনস্থার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির। তৃণমূলের অভিযোগ, মিনাখাঁ ব্লক ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মোহনপুর অঞ্চলের হরিণহুলার ১৪২ নম্বর বুথে বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী বিজয় মিছিলের নামে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের বাড়িতে লাঠিসোটা নিয়ে ভাঙচুর চালায়। শুধু তাই নয়, বাড়ির মহিলাদের উপরও শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ এবং একাধিক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জের। তবে এলাকার মানুষের দাবি, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই নানাভাবে উত্যক্ত করছিল। তৃণমূল কংগ্রেস জেতার পরেও বিজেপির কর্মীরা বেছে বেছে তৃণমূলীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে।

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু এক কন্যাযাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেসরকারি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল চার চাকার স্করপিও গাড়িতে থাকা এক কন্যাযাত্রীর। এই পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচ জন। রবিবার গভীর রাতে এই পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় মালদার গাজল থানার দহিলমোহিলা এলাকার মালদা-বালুরঘাট স্টেট হাইওয়েতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের রাজমহল এলাকা থেকে একটি স্করপিও গাড়িতে করে গঙ্গারামপুর এলাকায় কন্যাযাত্রী যাচ্ছিলেন ৬ জন। দোহিলমোহিল এলাকায় ওই সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বেসরকারি বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় স্করপিও গাড়িটির। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। গুরুতর আহত হন আরও পাঁচ জন। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে গাজল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে, অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের পাঠানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। দুর্ঘটনার পর এলাকায় বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি দুটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে যান চলাচল শুরু করা হয়। যদিও রাজমহলের বাসিন্দার মৃত ওই কন্যাযাত্রীদের নাম জানতে পারিনি পুলিশ।

সংশয়ে দুই জেলার মা ক্যান্টিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শত শত গরীব মানুষের উদরপূর্তির ভরসা কেন্দ্র মা ক্যান্টিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানান জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর মা ক্যান্টিনগুলি চালু থাকবে, না কি বন্ধ হয়ে যাবে তা নিয়েই ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পৌরসভাগুলি ধন্দে রয়েছে। করোনা পর্বের পর দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী নিতান্তই গরীব মানুষদের সুবিধার্থে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিধানসভা নির্বাচনের সময় তৃণমূল সরকার এরাজ্যে মা ক্যান্টিন চালু করে তাদের মাত্র ৫ টাকায় ডাল সবজি ও ডিম ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। সেইমতো ঝাড়গ্রামের মেডিক্যাল কলেজ এবং রবীন্দ্র পার্ক চত্বরে দুটি ক্যান্টিন খোলা হয়। ক্যান্টিন দু'টিতে প্রতিদিন প্রায় আড়াইশো জন খাবার খায়। একইভাবে সমসংখ্যক মানুষ পশ্চিম মেদিনীপুরের রামজীবনপুর, চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, খড়গপুর ও ক্ষীরপাই পুরসভার মা ক্যান্টিনগুলি থেকে খাবার সংগ্রহ করেন। ক্যান্টিনগুলি থেকে এইসব পুরসভা এলাকার হাসপাতালগুলির রোগীদের আত্মীয় পরিজনদেরও খাবার দেওয়া হয়। সরকার পরিবর্তনের পর এই প্রকল্পটি নিয়ে অন্ধকারে রয়েছে পুরসভাগুলি। ঝাড়গ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান শিউলি সিংহ জানান, এরপর কি হবে জানিনা। তবে মা ক্যান্টিনের উপর নির্ভরশীল রোগীদের আত্মীয়-স্বজন-সহ অসংখ্য গরীব অসহায় মানুষ। বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যান এখন আর নিয়মিত পুরসভায় যাচ্ছেন না। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুরসভাগুলির চেয়ারম্যানেরা জানিয়েছেন এখনও ক্যান্টিনগুলি বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে কতদিন চলবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীর আত্মীয় মনসা সামন্ত বলেন, 'মা ক্যান্টিন থেকে আমার মতো বহু গরীব রোগীর আত্মীয়-স্বজন মাত্র পাঁচ টাকায় পেট ভরে পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছেন। ক্যান্টিন বন্ধ হলে তাদের খুবই অসুবিধা হবে।' তবে মা ক্যান্টিনে গরীব মানুষদের খাবার খাওয়ার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছেন ঝাড়গ্রামের নতুন বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ। সাংবাদিকদের তিনি আশ্বস্ত করে জানান, এই ধরনের ক্যান্টিন ভবিষ্যতেও চালু থাকবে। হয়তো 'মা ক্যান্টিন' নাম বদলে দেশের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যের মতো অটল ক্যান্টিন নাম হতে পারে। তখন আরও অনেক গরীব মানুষকে খাবার খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হবে।'

ছোলার ডালের শিল্পে ফুটে উঠল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মুখমণ্ডল

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

একটি ছোলার ডালের উপর ফুটে উঠল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি। সূক্ষ্ম নিপুণ কাজ প্রমাণ করিয়ে দেয় শিল্পীর শিল্পত্য। নদিয়ার রানাঘাট রামনগরের বাসিন্দা মানিক দেবনাথ, তিনি বরাবরই শুভেন্দু অধিকারীর ভক্ত।

প্রসঙ্গত, গত ৪ মে রাজ্যে ওলট পালট হয়ে যায় রাজনীতির প্রেক্ষাপট। জয় ছিনিয়ে নেয় বিজেপি। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর আসনে

বসেন শুভেন্দু অধিকারী। শিল্পী মানিক দেবনাথের কথায়, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল বিজেপি এবার বাংলায় ক্ষমতায় আসবে। আর মুখ্যমন্ত্রী হবেন শুভেন্দু অধিকারী। পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয় তাঁর আত্মবিশ্বাস, শুভেন্দু অধিকারীকে গোটা দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতে শুরু করলেন তাঁর শিল্পকলা। একটিমাত্র ছোলার ডালের উপর ফুটিয়ে তুললেন সদ্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। জানা যায়, শিল্পী মানিক দেবনাথের ৬৫ বছর বয়সে তার শিল্পকলা ছড়িয়ে গেছে দেশ বিদেশে, ইতিমধ্যে রাশিয়াতে তাঁর ছবি গিয়েছে মিউজিয়ামে। এর আগেও শিল্পীর হাতে ফুটে উঠেছে অতীতের রাজ্যপাল-সহ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এছাড়াও অন্যান্য খ্যাতিনামা বিশিষ্টজনদের। এবার শুভেন্দু অধিকারী ফুটে উঠল এক টুকরো ছোলার ডালে। উল্লেখ্য, ৩৪ বছর বাম শাসনের পর ১৫ বছর রাজ্যকে শাসন করে তৃণমূল সরকার। স্বাধীনতার পর এই প্রথম রাজ্যে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। তাই এই সময়কে স্মরণীয় করে রাখতে শিল্পীর অভিনব প্রয়াস। রানাঘাটের ৬৫ বছরের শিল্পী মানিক দেবনাথের এই কারুকার্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে নদিয়া জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

ভারতে পেট্রোলও ডিজেলের ঘাটতি নেই
দেশবাসীকে আশ্বাস কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১১ মে: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে বিশ্বব্যাপী জ্বালনি সংকট সৃষ্টি হয়েছে। রবিবারই জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিশেষ বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই পরিস্থিতিতে সোমবার দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে কেন্দ্র জানিয়ে দিল, ভারতে পেট্রল-ডিজেল কিংবা অপরিশোধিত তেলের কোনও ঘাটতি নেই। পাশাপাশি, অযথা আতঙ্কিত না হওয়ারও আহ্বান জানিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার।

সোমবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন, 'বর্তমানে যে অঞ্চলগুলিতে সংস্যা চলছে, সেখান থেকেই ভারতের প্রায় ৯০ শতাংশ জ্বালানি আমদানি করা হয়। কিন্তু বিঘ্ন কমাতে সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। দেশবাসীর আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। দেশে সব ধরনের জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বার্তা অস্থির বিশ্বে জ্বালানি সংরক্ষণ এবং দেশের অর্থনীতির উপর বোঝা কমানোর একটি প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা উচিত।' তিনি আরও বলেন, 'গোটা বিশ্বে একরকম সংকট চলছে। সেই পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে সংযত হওয়ার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, যাতে দেশবাসী বিবেচনা করে জ্বালানি ব্যবহার করেন।'

প্রসঙ্গত, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা চলে এসেছে ভারতের দুয়ারেও। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দেশবাসীকে সংযমী হওয়ার বার্তা দিয়ে একগুচ্ছ আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে যেমন করোনাকালের কথা স্মরণ করিয়ে আমজনতাকে বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যদিকে, আগামী একবছর বিদেশযাত্রা কিংবা বিদেশে গিয়ে বিয়ের পরিকল্পনাও আপাতত কাটছাঁট করার আর্জি জানিয়েছেন মোদী। একইসঙ্গে ভোজ্য তেলের ব্যবহার হ্রাস এবং সোনা কেনাও কমিয়ে আনারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

হিমন্তের শপথে যাচ্ছেন শুভেন্দু

গুয়াহাটি, ১১ মে: তৃতীয়বারের জন্য অসমে সরকার গড়ছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। আজ শপথ গ্রহণ করবেন তিনি। ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়েছে বাংলার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। জানা গিয়েছে, হিমন্তের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। ১২৬ আসনের অসম বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন ছিল ৬৪টি আসনের। সেখানে বিজেপি একাই পেয়েছে ৮২টি আসন। পাশাপাশি এনডিএ-র শরিক দল বিওপিএফ ও এজিপি যথাক্রমে পেয়েছে ১০টি করে আসন। অর্থাৎ এনডিএ-র প্রাপ্ত আসন ১০২। অন্যদিকে কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ১৯টি আসন। বিরাট এই জয়ের পর অসমে এবার তৃতীয়বারের জন্য সরকার গড়তে চলেছে এনডিএ। ২০১৬ সালে এখানে প্রথম এনডিএ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠিত হয়। যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সর্বানন্দ সোনওয়াল। এরপর ২০২১ সালে এখানে মুখ্যমন্ত্রী হন হিমন্ত। এই নিয়ে তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব উঠছে তাঁর কাঁধে। আগামী ১২ মে গুয়াহাটির খানাপাড়া ভেটেরিনারি কলেজ প্রাঙ্গণে শপথ। অনুষ্ঠানে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি উপস্থিত থাকছেন খোদ নরেন্দ্র মোদীও। থাকবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। এবারে বাংলার ভোটপ্রচারে একাধিকবার দেখা গিয়েছে হিমন্তকে। শুভেন্দুর শপথেও আসেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এবার প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের শপথেও যাচ্ছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

আর শ্যাম ইন্ডিয়া ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড

CIN: L47219DL1983PLC015266
রেজি. অফিস : স্পেস নং ৯২০, কীর্তি শিখর বিল্ডিং, ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী, বি-১, নতুন দিল্লি, ভারত - ১১০০৫৮, ফোন ০১১-৪৫৬২৬৯০৯, ওয়েবসাইট : www.aarshyam.in, ইমেল আইডি : info@aarshyam.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ডিলিস্টিং অফ ইকুইটি শেয়ার্স) রেগুলেশনস, ২০২১ (সেবি ডিলিস্টিং রেগুলেশনস)-এর রেগুলেশন ৫ এবং ৬ এবং তৎসংক্রান্ত সংশোধনী অনুসারে, আর শ্যাম ইন্ডিয়া ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর পরিচালক পর্ষদ সোমবার, ১১ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তার সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের প্রস্থানের সুযোগ না দিয়েই দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) থেকে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় ডিলিস্টিং করার একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে, যেখানে বিএসই লিমিটেড (বিএসই)-তে কোম্পানির তালিকাভুক্তি অব্যাহত থাকবে।

ডিলিস্টিং-এর প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য :
কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি বিএসই এবং সিএসই -তে তালিকাভুক্ত। সিএসই থেকে তালিকাচ্যুতির প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হলো স্বেচ্ছায় ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাচ্যুত করা, যাতে কোম্পানি তার শেয়ার লেনদেনের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জকে প্রদেয় তালিকাভুক্তি ফি বাবদ নিয়মিত ব্যয় বাঁচাতে পারে, কারণ কোম্পানির স্ক্রিপটি অনেক দিন ধরে সিএসই-তে লেনদেন হয়নি। কোম্পানি বিশ্বাস করে যে, এই তালিকামুক্তির প্রস্তাবটি কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না, কারণ কোম্পানির শেয়ারগুলি বিএসই-তে তালিকাভুক্ত, যার দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল রয়েছে।

তালিকামুক্তির পরবর্তী মূলধন কাঠামো :
ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকামুক্তির পরেও কোম্পানির মূলধন কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন হবে না।

বোর্ডের আদেশক্রমে
আর শ্যাম ইন্ডিয়া ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(দীপক গৌতম)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম. নং এ৫৯৫৭৮

তারিখ : ১১ মে, ২০২৬
স্থান : নিউদিল্লি

অবশেষে চলতি মাসে চিন সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১১ মে: অবশেষে চিন সফরে যেতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চলতি মাসের ১৩ তারিখ বেজিংয়ে পৌঁছোবেন তিনি। ১৫ মে পর্যন্ত সে দেশেই থাকবেন তিনি। এর আগে মার্চ মাসের শেষে চিনে যাওয়ার কথা ছিল ট্রাম্পের। কিন্তু ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চলার কারণ সেই সময় তাঁর চিন সফর স্থগিত হয়ে যায়। এপ্রিলের গোড়ায় ট্রাম্পের চিন সফর প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেলেও সেটি শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার চিনের বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র বলেন, 'প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের আমন্ত্রণে আগামী ১৩ থেকে ১৫ মে সরকারি সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।' এই সফরে দুই দেশের মধ্যে ঠিক কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ইরানের তেলের অন্যতম বড় ক্রেতা হল চিন। যে সমস্ত তেল শোধনাগারগুলি সস্তায় ইরানের তেল বিক্রি করে থাকে, তাদের থেকে জ্বালানি কেনে বেজিং। ট্রাম্প ইরানের তেল কেনা বন্ধ করার বিষয়ে আর্জি জানাতে পারেন চিনকে। ট্রাম্পের এই সফরকে 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে অভিহিত করেছেন আমেরিকার ডেপুটি প্রেস সচিব অ্যানা কেলি। তিনি জানান, আমেরিকার মানুষের স্বার্থে চিনের সঙ্গে দারুণ কিছু চুক্তি করবেন ট্রাম্প।

তবে মনে করা হচ্ছে, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি, শুল্ক এবং তাইওয়ানের বিষয়ে কথা বলবেন চিন এবং আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান। প্রসঙ্গত, চিন তাইওয়ানকে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে। অন্য দিকে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি না-দিলেও তাইওয়ানের স্বশাসনকে স্বীকৃতি দেয় আমেরিকা।

ছত্তিশগড়ে রান্নার গ্যাস চুরি করে কালোবাজারি, গ্রেপ্তার তিন অভিযুক্ত

রায়পুর, ১১ মে: টন টন রান্নার গ্যাস চুরি করে তা কালোবাজারে বিক্রির চক্র চলছিল ছত্তিশগড়ে। ৯০ টনেরও বেশি এলপিজি হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। যার দাম প্রায় দেড় কোটি টাকা। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদেরও খোঁজ চলছে। ধৃতদের মধ্যে যেমন গ্যাস ডিলার রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন সরকারি আধিকারিকও।

মহাসমুন্দের পুলিশ সুপার প্রভাত কুমার বলেন, 'এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তেরা হলেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক অজয় যাদব, গ্যাস ডিলার পঙ্কজ চন্দ্রাকর, রায়পুরে তাঁদের সহযোগী মণীশ চৌধরি এবং সন্তোষ ঠাকুর (সরবরাহকারী সংস্থার মালিক)।' এ পর্যন্ত খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক, গ্যাস ডিলার এবং রায়পুরে তাঁদের সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের মহাসমুন্দ জেলায়। ঘটনার সূত্রপাত হয় ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে। ওই সময়ে মহাসমুন্দের সিংহোরা এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে এলপিজি বোঝাই ছ'টি ট্যাঙ্কার উদ্ধার করেছিল পুলিশ। একটি চক্র ওই ট্যাঙ্কারগুলি থেকে গ্যাস চুরি করছিল বলে অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এফআইআর রুজু করে ট্যাঙ্কারগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। গত মার্চ মাস পর্যন্ত ট্যাঙ্কারগুলি পুলিশের কাছেই জমা ছিল। 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' জানাচ্ছে, গত ২০ মার্চ থেকে ট্যাঙ্কারগুলির দায়িত্ব সে রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে এলপিজি ট্যাঙ্কারগুলি পৌঁছে যায় সেই অভিযুক্তের কাছেই। ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এক এলপিজি সরবরাহকারী সংস্থার মালিক তিনি।

ট্যাঙ্কারগুলি হস্তান্তর করার আগে সেগুলির ভিতরে কতটা গ্যাস রয়েছে, সেই ওজন পরীক্ষা করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের অভিযোগ, ৩০ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিলের মধ্যে ওই গ্যাস চুরি করা হয়। তার পরে ৬-৮ এপ্রিল ওই ট্যাঙ্কারগুলি ওজন করার জন্য মহাসমুন্দ জেলার খাদ্য আধিকারিকের দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে যখন ট্যাঙ্কারগুলির মূল পরিবহণকারীরা ট্রাকগুলি ফেরত নিতে থানায় যান, তখন চুরির বিষয়টি প্রথম নজরে আসে।

ওই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ট্যাঙ্কারগুলির জিপিএস তথ্য যাচাই করে দেখেন তদন্তকারীরা। তাতে দেখা যায়, ট্যাঙ্কারগুলি অভিযুক্তের গ্যাস-প্ল্যান্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। গ্যাস সরবরাহকারী ওই সংস্থার বিভিন্ন বিক্রয় রশিদ এবং অন্য নথিপত্রও খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। তাতে দেখা যায়, এপ্রিলে অভিযুক্ত মাত্র ৪৭ টন এলপিজি কিনেছিলেন। ওই সময়ে তাদের কাছে আগে থেকে কোনও এলপিজি মজুত ছিল না। অথচ, ওই মাসে ১০৭ টন গ্যাস বিক্রি করা হয়েছে।

হিমাচলে খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত অন্তত ৬

কুলু, ১১ মে: হিমাচলের চাম্বা জেলার কাকিরায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সোমবার ভোরে পর্যটক বোঝাই একটি গাড়ি পড়ে গভীর খাদে। এই ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে গুজরাত থেকে আসা ৫ জন পর্যটক রয়েছেন। আর ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে জেলা প্রশাসনকে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতেরা হলেন ললিত ভাই ফাটানি, তাঁর স্ত্রী মমতা, প্রিয়াঙ্ক কানাহাইয়া লাল, তাঁর স্ত্রী কাজল এবং ছেলে দিয়াংশ। প্রত্যেকেই গুজরাতের বাসিন্দা। এছাড়াও গাড়িচালক জসওয়ান্তের মৃত্যু হয়েছে। তিনি মান্ডির জোগিন্দরনগরের বাসিন্দা। এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনার কারণ স্পষ্ট নয়। যদিও আহতদের একজন জানিয়েছেন, চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, এর পরেই সেটি খাদে পড়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, খাদে পড়ার ভয়ঙ্কর অভিঘাতে গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা ৬ জনের। বাকি ৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

নিয়ম ভেঙে একটি টয়োটা ইনোভা গাড়িতে চালক-সহ ছিলেন ১০ জন। লাহরু-তুন্নুহাটি সড়ক ধরে গাড়িটি মানালি থেকে ডালহাউসি যাচ্ছিল। তখনই কাকিরায় রাস্তার পাশের গভীর খাদে পড়ে যায় সেটি।

সংশোধনী

গত ৮ মে ২০২৬ এ প্রকাশিত আগরওয়াল কেমিক্যালকস-এর ফর্ম নং ইউআরসি- ২ তে বিজ্ঞাপনের নীচের বাঁদিকের তারিখ ৮ মে ২০২৬ এর পরিবর্তে "৭ মে ২০২৬" পড়তে হবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/১১, তারিখঃ ০৭.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ এতদ্বারা হাওড়া ডিভিসনে ফার্মেসী সহ এমার্জেন্সী মেডিক্যাল রুম, ডিজিটাল স্টোরেজ লকার, মাল্টি-শপিং আর্কেড এবং ট্রাভেল হেল্প ডেস্ক/ট্রাভেলার্স ইনফর্মেশন এবং প্রোমোশনাল কিয়স্কের জন্য চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন।

ক্যাটালগ নং.ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৬-১১

এসইকিউ নং.ঃ এএ/১, লট নং.ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-এমইডিএসটিএন-৪২-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-মেডিক্যাল ফেসিলিটিজ অ্যাট স্টেশন)। বিবরণঃ পাঁচ (০৫) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে ফার্মেসী সহ এমার্জেন্সী মেডিক্যাল রুম স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এবি/১, লট নং.ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচপি-ডিজিএল-৩২-২৫-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ডিজিটাল লকার্স অ্যাট স্টেশন)। বিবরণঃ** তিন (৩) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের অধীনে বোলপুর রেলওয়ে স্টেশনে ডিজিটাল স্টোরেজ লকার স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এসি/১, লট নং.ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-এসটিজিইএন-৭৮-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস- স্ট্যাটিক জেনারেল)। বিবরণঃ** দশ (১০) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের শেওড়াফুলি জংশন রেলওয়ে স্টেশন এবিএসএস স্টেশন বিল্ডিং (২য় এবং ৩য় তল)-তে মাল্টি-শপিং আর্কেড স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এসি/২, লট নং.ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-টিএকে-এসটিজিইএন-৭৯-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-স্ট্যাটিক জেনারেল)। বিবরণঃ** দশ (১০) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের তারকেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে মাল্টি-শপিং আর্কেড স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এসইকিউ নং.ঃ এডি/১, লট নং.ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এজেড-টিএইচডিপিকে-৭০-২৬-১ (মিস-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ট্রাভেল হেল্প ডেস্ক/ট্রাভেলার্স ইনফর্মেশন অ্যান্ড প্রোমোশনাল কিয়স্ক)। বিবরণঃ** তিন (০৩) বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে "ট্রাভেল হেল্প ডেস্ক/ট্রাভেলার্স ইনফর্মেশন এবং প্রোমোশনাল কিয়স্ক" সুবিধা স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ২২.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা।

HWH-57/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই (জি)/ সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিসন কর্তৃক নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে যোগ্য ঠিকাদারদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোডকৃত টেন্ডার নথি মনোযোগ দিয়ে দেখুন। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৬-২৭আরএমপিইউ, তারিখঃ ০৮.০৫.২০২৬। কাজের নাম ঃ** কোচিং মেন্টেন্যান্স ডিপো (সাঁতরাগাছি, শালিমার ও পদ্মপুকুর)-তে তিন (৩) বছর সময়কালের জন্য এলএইচবি/এসজি এসি কোচগুলির রুফ মাউন্টেড প্যাকেজ ইউনিট (আরএমপিইউ)গুলির সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষন চুক্তি (সিএএমসি)। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১৫,০৮,৪৯,৭৪১.০৭ টাকা। **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩০,১৭,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৫.২০২৬, সকাল ১১টা। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in-এ প্রদত্ত আছে। (PR-154)

ময়দান

নতুন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বাংলার ফুটবল ঘিরে নতুন স্বপ্ন
উত্তরবঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামের দাবি সৌরভ পালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ফুটবলের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনাই তাঁর স্বপ্ন। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই বছরের পর বছর ধরে কাজ করে চলেছেন সাদার্ন সমিতির অন্যতম কর্ণধার সৌরভ পাল। এবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আন্তর্জাতিক মানের একটি আধুনিক স্টেডিয়াম তৈরির আবেদন জানালেন তিনি। শুধু স্টেডিয়াম নয়, সেখানে সমস্ত ধরনের খেলাধুলার প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়া আয়োজনের ব্যবস্থাও রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন এই ফুটবল সংগঠক। জলপাইগুড়ি থেকে নিজের বার্তায় সৌরভ পাল জানিয়েছেন, একজন ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং উত্তরবঙ্গে ক্রীড়ার উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন করছেন। তাঁর প্রস্তাব, উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট মনীষী পঞ্চানন বর্মার নামে তৈরি হোক সেই আধুনিক স্টেডিয়াম।

ফুটবল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছেন সৌরভ পাল। তিনি সাদার্ন সমিতির কর্ণধারও। শুধু ক্লাব পরিচালনা নয়, বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিভা খুঁজে বের করে তাদের সঠিক প্রশিক্ষণের আওতায় আনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। সাদার্ন সমিতির হাত ধরে এরমধ্যেই একাধিক ফুটবলার কলকাতার ময়দানে পরিচিতি পেয়েছেন। প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রে তাঁর ক্লাবের ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে ক্রীড়ামহলেও। তবে এত সাফল্যের পরেও ফুটবল নিয়ে তাঁর আবেগ এতটুকু কমেনি। বরং আরও বড় পরিসরে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েই এগোচ্ছেন তিনি। উত্তরবঙ্গ সফরে সৌরভ পালের সঙ্গে রয়েছেন ফুটবলপ্রেমী প্রকাশ সাহা। সারদান সমিতি জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে ময়নাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের সংগঠকদের হাতে ফুটবল ও ক্রীড়া সরঞ্জামও তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁদের।

প্রথম ডিভিশন লিগের ফাইনালে মুখোমুখি মোহনবাগান ও টাউন ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিএবি প্রথম ডিভিশন লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠল মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব ও টাউন ক্লাব। সেমিফাইনালে নিজেদের ম্যাচ জিতে ট্রফির লড়াইয়ে জায়গা নিশ্চিত করেছে দুই দলই। ফলে এবারের ফাইনালে জমজমাট লড়াইয়ের অপেক্ষায় বাংলার ক্রিকেট মহল।

প্রথম সেমিফাইনালে কালীঘাট ক্লাবকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে মোহনবাগান। অন্যদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভবানীপুর ক্লাবকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে যায় টাউন ক্লাব। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ভিজেডি পদ্ধতিতে ৫৫ ওভারে ৭৪ রানের লক্ষ্য পায় টাউন। সেই লক্ষ্য ২৪.৫ ওভারেই পাঁচ উইকেট হারিয়ে পেরিয়ে যায় তারা। এর আগে ভবানীপুর ক্লাব ৫৭.১ ওভারে ১৭২ রানে অলআউট হয়ে যায়। দলের হয়ে অনুরাগ তিওয়ারি ৩৭ এবং গীত পুরি ৩২ রান করেন। টাউন ক্লাবের হয়ে দুরন্ত বোলিং করেন শুভম সরকার। তিনি ১৩ ওভারে ২৪ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নেন। এছাড়া রাহুল প্রসাদ দুটি উইকেট তুলে নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে টাউনের হয়ে অঙ্কুর পাল ২২ এবং অঙ্কিত শুক্লা ২০ রান করেন। যদিও শুরুতে কিছুটা চাপে পড়েছিল টাউন, শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য ছুঁতে অসুবিধা হয়নি তাদের। ভবানীপুরের হয়ে বিনয় চৌধুরী দুটি উইকেট নেন।

Kothari Group — Imagine Inspire Deliver

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194
ফোন: ০৩৩-২২৩০-২৩৩১ (৬ লাইন), ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫, ই-মেল: gillander@gillandersarbuthnot.com ওয়েবসাইট: www.gillandersarbuthnot.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯,১৫৪.১৩	১০,৪০৮.৭১	৮,৬৮৯.২২	৩৯,৬২৯.২৭	৪১,২৭৫.৪৬	১০,৩৩৮.৯৫	১০,৬৮৩.১১	১০,৩৯৩.৭৮	৪৩,০৮৭.২৫	৪৪,৩১৭.৮৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(১,৫১৫.০৫)	৬৭৩.২০	(১,৭৪৪.৪৬)	৬২৮.১৫	৫১৬.১০	(৪৯১.৬৮)	৫৩০.৬১	(৩৭১.৭৪)	১,১০৭.৭৯	১,৩০২.৪৪
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,৫১৫.০৫)	৬৭৩.২০	(১,৭৫৩.১৮)	৬২৮.১৫	১,৭১১.৪১	(৪৯১.৬৮)	৫৩০.৬১	(৩৮০.৪৬)	১,১০৭.৭৯	২,৪৯৭.৭৫
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,৪১২.২৩)	৫৯৬.৯৯	(১,৫৫০.৭৬)	৪৬৬.৭৯	১,৫০৩.৮৭	(৩৮৮.৭৬)	৪৫৪.৪০	২০৩.৮৭	৯৪৬.৫৩	২,৬৭২.১২
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(১,৩৭৫.০০)	৫৯৯.১২	(১,৫২৫.৪৫)	৫৫৭.৩৪	১,৫৫৭.৯৭	(১৯৪.১৭)	৪৭১.৬৮	২৫৩.৯৩	১,২৭৫.৯৩	২,৭৭২.৮৮
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) মৌলিক এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	(৬.৬২)	২.৮০	(৭.২৭)	২.১৯	৭.০৫	(১.৮২)	২.১৩	০.৯৬	৪.৪৩	১২.৫২

দ্রষ্টব্য
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com** -এও পাওয়া যাবে।
২. পূর্ববর্তী বছর/সময়ের সংখ্যাগুলিকে প্রয়োজনমতো পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ মে, ২০২৬

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
মহেশ সোধানি
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও)
DIN: 02100322

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

২৫ হাজার জমিয়ে কীভাবে পাবেন ২ কোটিরও বেশি?

অবসরকালীন ফান্ডের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা জমানো একেবারেই ভাল কোনও উপায় নয়। অনেকেই সেই কারণে ফিক্সড ডিপোজিট বা রেকারিং ডিপোজিটের মাধ্যমে টাকা জমান। কিন্তু সেই বিকল্পও সম্পদ তৈরির জন্য খুব ভাল কোনও উপায় নয়। তাহলে কী উপায়? আপনার অবসরের জন্য ভাল রিটার্ন আপনাকে দেবে কে?

যদি আপনি সর্বোচ্চ রিটার্ন পেতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনার ভরসা অবশ্যই শেয়ার বাজার। মানুষ শেয়ার বাজারে টাকা বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, এমন গল্প শুনে আপনি যদি শেয়ার বাজারকে এড়িয়ে যান, তাহলে হয়তও জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা আপনিই করছেন। কারণ? শেয়ার বাজারে সঠিক শেয়ারে বিনিয়োগ করলে কেউই সর্বস্বান্ত হয় না। আপনি কীভাবে বুঝবেন সঠিক শেয়ার? তার জন্য আপনাকে বিনিয়োগ করতে হবে মিউচুয়াল ফান্ডে। প্রতিটা ফান্ড হাউসে একাধিক ফান্ড ম্যানেজার থাকেন, তাঁরা এই টাকা বিনিয়োগ করেন।

ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড আপনাকে বছরে গড়ে অন্তত ১১ থেকে ১২ শতাংশের কাছাকাছি রিটার্ন দেয়। আর সেই হিসাব করলে আপনি ২০ বছরে প্রায় ২ কোটি থেকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা জমিয়ে ফেলতে পারবেন।

আপনার আগামীর সবচেয়ে বড় ঝুঁকি কিন্তু বাজারের ওঠানামা নয়। বরং মুদ্রাস্ফীতিই আপনার উপার্জন ও আপনার ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। আজকের দিনে যা আপনার কাছে নিরাপত্তা বলে মনে হতে পারে, সেই পরিমাণ টাকা আগামীতে কমে গিয়ে আপনার ক্রয়ক্ষমতা, আপনার স্বাধীনতা কমিয়ে দেবে।

সঞ্চয় করা আপনার অভ্যেস। কিন্তু শুধু সঞ্চয় করলেই হয় না। সম্পদ তৈরি করতে গেলে বেশ কিছু নিয়মনীতি মেনেই চলতে হয় বিনিয়োগকারীকে। একই সঙ্গে প্রয়োজন হয় লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা, সঠিক ঝুঁকি, সময় আর ধৈর্যের। আপনি কত সঞ্চয় করছেন তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, আপনার টাকা আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার জন্য উপার্জন করছে কি না। কারণ, আপনার আগামীর জীবনযাত্রার হালহকিকত কিন্তু লেখা হচ্ছে সেখানেই।

ভাবা যায়! শুধু চায়ের খরচ বাঁচিয়ে ১০ লক্ষ টাকার ফান্ড তৈরি করা যেতে পারে

যারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ সুরক্ষিত রাখতে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে রিটার্ন পেতে চান, তাদের জন্য পোস্ট অফিসের রেকারিং ডিপোজিট (আরডি) স্কিম একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত, তাই ঝুঁকি ন্যূনতম এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য রিটার্ন সুরক্ষিত।

পোস্ট অফিসের আরডি-র সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এতে বিনিয়োগ করা খুব সহজ। আপনি মাত্র ১০০ টাকা দিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। বিনিয়োগের পরিমাণের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই। ফলে এই স্কিম সব আয়ের মানুষের জন্যই আকর্ষণীয়। বর্তমানে সরকার এই প্রকল্পে বার্ষিক ৬.৭ শতাংশ হারে সুদ দিচ্ছে।

আপনি যদি ভবিষ্যতে ১০ লক্ষ টাকার বেশি সঞ্চয় করতে চান, তবে আপনাকে বিশাল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করার প্রয়োজন নেই। প্রতিদিন প্রায় ২০০ টাকা সঞ্চয় করে আপনি প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা জমা করতে

পারেন।

এই পরিমাণ টাকা যদি টানা ৫ বছর জমা করা হয়, তবে মোট বিনিয়োগ হবে ৩.৬০ লক্ষ টাকা, যা সুদ-সহ প্রায় ৪.২৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হবে। এরপর, যদি আপনি এই অ্যাকাউন্টটি আরও ৫ বছরের জন্য আরও বাড়িয়ে দেন, তবে ১০ বছর পর আপনি প্রায় ১০.২৫ লক্ষ টাকা পেতে পারেন।

এই পোস্ট অফিস আরডি স্কিমটি শুধু সঞ্চয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রয়োজনের সময় এটা সহায়তাও করে। নিয়ম অনুযায়ী, অ্যাকাউন্ট খোলার এক বছর পর জমা করা অর্থের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ নেওয়া যেতে পারে।

জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে, ৩ বছর পর অ্যাকাউন্টটি মেয়াদপূর্তির আগেই বন্ধ করার অনুমতিও রয়েছে। যদি অ্যাকাউন্টধারীর কোনও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে, তবে মনোনীত ব্যক্তি সুদ-সহ সম্পূর্ণ জমা করা অর্থ পেয়ে যান।

১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যেকোনও ভারতীয় নাগরিক তার নিকটস্থ পোস্ট অফিসে গিয়ে এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন। এই পরিকল্পনাটি বিশেষ করে তাদের জন্য উপযুক্ত যারা শেয়ার বাজারের অস্থিরতা এড়িয়ে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বিনিয়োগ করতে চান।

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে টিকিট ক্যানসেল করলে রিফান্ড পাবেন না? রয়েছে এক শর্ত...

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের। প্রথম দিন থেকেই দারুণ সাড়া মিলছে। বন্দে ভারত স্লিপারের বিশেষত্ব, ভাড়া, টিকিটের নিয়ম নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে আগ্রহের শেষ নেই। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে যে বন্দে ভারত স্লিপারে থাকবে না কোনও আরএসি (RAC) টিকিট।

এবার বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের টিকিট ক্যানসেলেশন নিয়মেও বদল আনল।

ভারতীয় রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, যদি ট্রেন ছাড়ার ৭২ ঘণ্টা বা তার আগে টিকিট বাতিল করা হয়, তাহলে টিকিটের ২৫ শতাংশ দাম কেটে নেওয়া হবে। বাকি মূল্য ফেরত দেওয়া হবে।

যদি ট্রেন ছাড়ার ৮ ঘণ্টার কম সময়ে টিকিট বাতিল করা হয়, তাহলে কোনও রিফান্ড পাওয়া যাবে না।

রেলের তরফে এও জানানো হয়েছে যে যদি ট্রেন ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের আট ঘণ্টা আগে টিকিট ডিপোজিট রিসিট বা টিডিআর (TDR) অনলাইনে জমা না করা হয়, তাহলে কোনও রিফান্ড পাওয়া যাবে না।

বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে ন্যূনতম ৪০০ কিলোমিটার ভাড়া ধরা হবে। আরএসি-র কোনও নিয়ম নেই। এই ট্রেনে শুধুমাত্র কনফার্ম টিকিটই পাওয়া যাবে।

পাশাপাশি জানানো হয়েছে, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে কোনও ভিআইপি কোটা থাকবে না। তবে মহিলাদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ থাকবে। বিশেষভাবে সক্ষম, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য কোটা বা সংরক্ষণ থাকবে। ডিউটি পাসেও এই ট্রেনে ভ্রমণ করা যাবে।

বন্দে ভারত স্লিপারের পাশাপাশি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসেও কোনও আরএসি টিকিট থাকবে না। ন্যূনতম ২০০ কিলোমিটার দূরত্বের ভাড়া দিতে হবে এই ট্রেনে সফর করলে।

পার্থজিৎ বণিক

শিশুর নীরব কারিগর: গৃহশিক্ষক

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ একটি ভূখণ্ড। এ তটে জন্ম নিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহাপুরুষ, যাদের হাত ধরে বাংলা সমাজ পেয়েছে মানবিকতা, যুক্তিবাদ ও শিক্ষার নতুন আলো। কিন্তু এই দীর্ঘ শিক্ষাভিত্তিক ঐতিহ্যের মাঝেও একটি বাস্তব সত্য আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, এই রাজ্যের অসংখ্য শিশু প্রতিদিন যে শিক্ষার ভরসা নিয়ে এগিয়ে চলে, বর্তমানে তার প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছেন গৃহ শিক্ষকরা। তাঁরা পরিচিত হলেও তাঁদের জীবন, সংগ্রাম, দায়িত্ব, পরিশ্রম ও সামাজিক অবস্থা আজও অনেকটাই অদেখা ও অবমূল্যায়িত।

অথচ প্রতিটি শহর, পাড়া, গ্রাম যেখানেই যাওয়া হোক, দেখা যায় গৃহ শিক্ষকতার উপরেই নির্ভর এই সমাজ। সব জায়গায় স্কুলের বাইরে অতিরিক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে বহুগুণে। এর কারণ শুধুই পাঠ্য সিলেবাসের চাপ নয়। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সামাজিক পরিবর্তন, পারিবারিক কাঠামোর বদল, সময়ের অভাব, এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা।

স্কুলে শিক্ষাদান যথেষ্ট মানসম্মত হলেও প্রতিটি শিশু একই গতিতে শেখে না। ক্লাসে ৪০-৫০ জন শিশুর ভিড়ে শিক্ষক অনেক সময় ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারেন না। এছাড়া অভিভাবকরা অধিকাংশই কর্মজীবী। অফিসের চাপ, যাতায়াত, দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝে তারা সন্তানের পাশে বসে পড়ানোর সময় পাচ্ছেন না। ফলে গৃহ শিক্ষক হয়ে ওঠেন শিক্ষার দ্বিতীয় স্তম্ভ, কখনো কখনো শিশুর প্রধান সহায়ক।

একজন গৃহ শিক্ষক দিনের পর দিন শিশুর শেখার সমস্যা চিহ্নিত করেন, শিশুর মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করেন। শিশুরা যেটা স্কুলে বুঝতে পারেনি সেটা বুঝিয়ে বলেন। শিশুদের বেসিক শক্তিশালী করেন ও ভয় কমিয়ে পরীক্ষা প্রস্তুতি করান।

কখনো কখনো তাঁরা হয়ে ওঠেন শিশুর বন্ধু, কখনো উপদেষ্টা, আবার কখনো মনস্তাত্ত্বিক শক্তি। এই সম্পর্কটি যেমন স্পর্শকাতর, তেমনই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে।

অনেক গৃহ শিক্ষক সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন বাড়িতে পড়াতে যান। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি, রোদ বৃষ্টি ঠান্ডা, বাস অটো ট্রেন সবই সামলাতে হয়। শহরের যানজট, দূরত্ব, যোগাযোগের সংকট সবই তাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা।

একজন গৃহ শিক্ষক রাতে ফিরেও বিশ্রাম পান না। পরের দিনের ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। অনেক শিক্ষক জানান, তশুধু পড়ানো নয়, প্রতিটি ছাত্রের মানসিক অবস্থা, শেখার গতি, শক্তি, দুর্বলতা সব বুঝে কাজ করতে হয়।দ

তবুও সমাজ তাদের কাজকে খুব হালকা ভাবে নেয়। অথচ তারা যে দায়িত্ব পালন করেন, তা স্কুল শিক্ষকের দায়িত্বের সমান।

বর্তমানে বিপুল সংখ্যক ছাত্রী, স্নাতক তরুণী ও গৃহিণী গৃহ শিক্ষকতার মাধ্যমে নিজের পড়াশোনা চালান, পরিবারকে সহায়তা করেন বা ব্যক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জন করেন। কিন্তু তাদের সংগ্রাম ভিন্ন ধরনের। তবুও মেয়েদের এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা আমাদের সমাজের শিক্ষা চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। এই পেশা তাদের আত্মমর্যাদা দেয়, আত্মবিশ্বাস দেয় এবং সমাজের অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে শেখায়।

শহরে গৃহ শিক্ষকের চাহিদা বেশি, পারিশ্রমিক তুলনামূলক ভালো, অভিভাবক শিক্ষকের যোগাযোগ নিয়মিত, অনলাইন ক্লাস জনপ্রিয়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি কেন্দ্রীক।

আর গ্রামে অনেক শিশু এখনো প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, গৃহ শিক্ষকতা পেশা হিসেবে কম স্বীকৃতি পায়, পারিশ্রমিক কম, শিক্ষকের মধ্যে অধিক দায়বদ্ধতা ও মানবিকতা, এমনকি অনেক শিক্ষক বিনা পারিশ্রমিকে বা খুব কম টাকায় পড়ান।

গ্রামের গৃহ শিক্ষকরা কখনো কখনো সম্পূর্ণ সেবা মনের ভিত্তিতে কাজ করেন। এদের অবদান আমাদের নজরের বাইরে থাকলেও সমাজে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোভিড ১৯ এর পর দেশ জুড়ে অনলাইন টিউশন অভূতপূর্ব ভাবে বেড়েছে। এখন শহর গ্রাম সমানভাবে অনলাইন পড়াশোনার সঙ্গে পরিচিত। বাংলার শিক্ষকরা বিদেশে থাকা বাঙালি শিশুদেরও পড়িয়ে চলেছেন।

এতে যেমন নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে, তেমন কিছু চ্যালেঞ্জও এসেছে। যেমন নেটওয়ার্ক সমস্যা, শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখা, ডিভাইসের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, অভিভাবকদের পর্যবেক্ষণের অভাব।

তবুও এটি ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠবে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

শিশুর অগ্রগতিতে গৃহ শিক্ষক যতটাই দায়বদ্ধ, অভিভাবকের ভূমিকাও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক অভিভাবক শুধু ফলাফল দেখতে চান, কিন্তু শেখার প্রক্রিয়ায় আগ্রহ কম দেখান। আবার অনেকেই শিশুর সামনে শিক্ষকের সমালোচনা করেন, যা শিশুর মনোযোগ ও শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে।

প্রতিটি অভিভাবকের উচিত শিক্ষকের সময়কে সম্মান করা, নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, শিশুর মানসিক অবস্থা জানানো, বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা রাখা, পড়াশোনাকে প্রতিযোগিতার বস্তু না বানানো।

শিক্ষা তখনই সুস্থ পথ ধরে এগোয় যখন, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিশু একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

সমাজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি যেমন শক্তিশালী, তেমনি শক্তিশালী হওয়ার কথা গৃহ শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও।

কিন্তু এখানে রয়েছে স্বীকৃতির অভাব, নিরাপত্তার অভাব, এবং পেশাগত মর্যাদার ঘাটতি। প্রয়োজন গৃহশিক্ষকতা পেশার পূর্ণ মর্যাদা। এ পেশাকে মর্যাদা দিলে অসংখ্য তরুণ তরুণী নিরাপদ উপার্জনের পথ পাবেন, বেকারত্ব কিছুটা কমবে, শিশুরা পাবে উন্নত শিক্ষা, সমাজে শিক্ষার প্রতি সম্মান বাড়বে, পেশাটি সংগঠিত হবে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, নিবন্ধন, ন্যায্য পারিশ্রমিক নীতিমালা এসব বিষয় বিবেচনায় আনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

গৃহ শিক্ষকরা প্রতিদিন যে শ্রম দেন তার মূল্য শুধু অর্থে মাপা যায় না।

শিশুর একটি উন্নতি, একটি সফলতা, একটি আত্মবিশ্বাস

সবই গৃহ শিক্ষকের ধৈর্য, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের ফল।

আজকের সমাজ শিক্ষায় এগোচ্ছে। প্রযুক্তি বাড়ছে, সুযোগ বাড়ছে। কিন্তু শিশুদের শিক্ষা মানবিক, দায়িত্ববান ও নৈতিক রাখতে হলে এই নীরব কারিগরদের গুরুত্ব আরও বাড়বে, কমবে না।

সমাজ যদি সত্যিই শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়, তবে গৃহ শিক্ষকদের সম্মান, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা এখনই জরুরি। কারণ শিশুরা সমাজের ভবিষ্যৎ, আর সেই ভবিষ্যৎকে তৈরি করেন যেসব হাত,

সেই হাতগুলো সত্যিই সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানের যোগ্য।

৫ম সমর্থ ভারত কনক্লেভ ২০২৬ কলকাতায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত

এআই-চালিত দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে 'বিকশিত ভারত' গঠনের আহ্বান

কলকাতা: AISECT-এর উদ্যোগে সোমবার কলকাতার একটি বেসরকারি হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো তৃতীয় সমর্থ ভারত কনক্লেভ ২০২৬দ। এবারের কনক্লেভের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ; 'Reimagining Impact AléôéDriven Skilling– Financial Inclusion & Social Enterprise for Viksit Bharat'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস সেন, আইএএস (অব.) ; প্রাক্তন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, HIDCO। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ড. সঙ্গীতা জৌহরি, অভিষেক গুপ্তা ; জেনারেল ম্যানেজার (প্রজেক্টস), AISECT গ্রুপ, অম্বরীশ ঝা ; জোনাল হেড, ইস্ট জোন, এবং স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার লোকাল হেড অফিস, কলকাতা থেকে শুভ ভট্টাচার্য ; চিফ ম্যানেজার, FI– LHO কলকাতা, রাহুল নস্কর ; ম্যানেজার, FI সেকশন, LHO এবং গদাধর রায় ; ম্যানেজার, FI– RBO2, শ্রীরামপুর, হুগলি। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অতিথিদের স্বাগত জানান প্রণব নায়ক। কনক্লেভে দক্ষতা উন্নয়ন, জ্ঞজ-ভিত্তিক শিক্ষণ ব্যবস্থা, উদ্যোগ বিকাশ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তবিকশিত ভারতদ গঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে FI Brochure, 'Safalta Ki Kahaniyan"– "Kaushal Vikas Booklet' এবং 'NSQF Annual Report'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও সেরা ভোকেশনাল ট্রেনার ও ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন পার্টনারদের সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং সফলভাবে কর্মসংস্থানে যুক্ত প্রার্থীদের সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। জ্ঞানমূলক সেশনগুলিতে সরকারি ও CSR-ভিত্তিক স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, প্লেসমেন্ট ও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ উদ্যোগ, ডিজিটাল পরিষেবা, AISECT সেবা কেন্দ্রের সুযোগ, ইন্স্যুরেন্স পরিষেবা, FASTag প্রকল্প এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। প্রধান অতিথি দেবাশিস সেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'এআই-চালিত দক্ষতা উন্নয়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যতের উন্নত ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং প্রযুক্তি ও উদ্যোগের মাধ্যমে যুব সমাজকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।' সমাপনী অধিবেশন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত উদ্যোক্তা, প্রশিক্ষণ অংশীদার, শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা এই কনক্লেভে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। AISECT পশ্চিমবঙ্গ স্টেট টিমের তত্ত্বাবধানে এবং স্টেট হেড প্রণব নায়কের নেতৃত্ব এই স্টেট কনফারেন্স সফল হয়।